ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 March, 2021 ■ আগরতলা, ২৭ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৩ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ঢাকায় বাংলাদেশের জাতীয় দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অন্যান্যরা। ছবি-পিআইবি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিলাম, জেলেও পোরা হয়েছিল ঃ নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ঢাকা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামিল হয়েছিলাম, জেলেও পোরা হয়েছিল। শুক্রবার ঢাকায় মুজিব শতবর্ষে অনুষ্ঠানে এমন দাবিই করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেন, ''জীবনের শুরুর দিকে আন্দোলনগুলির অন্যতম ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে সামিল হওয়া।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বাংলাদেশের আত্মিক সম্পর্ক আজকের নয়, বরং মুক্তিযুদ্ধে সময় থেকে। আর শুধু সম্পর্কই নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে তাঁর অংশগ্রহণও ছিল বলে দাবি করলেন মোদী। তাঁর কথায়, ''আমার জীবনের শুরুর দিকে আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে সামিল হওয়া। তখন আমার বয়স ছিল ২০-২২ বছর। আমি ও আমার সঙ্গীরা সত্যাগ্রহ করেছিলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে সামিল হওয়ায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেলেও গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এখানে যতটা ইচ্ছা ছিল, ততটাই ছিল ওপারে।"

মোদী বলেন," বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে সমর্থন ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর চেষ্টা ও তাঁর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, মুক্তি সংগ্রামে জীবনের আহুতি দেওয়ার জন্য লড়ছি না, ইতিহাসে একটা নতুন দিশা দেওয়ার চেষ্টা করছি। প্রণব''দা বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন ধৈর্য্য, প্রতিজ্ঞা ও আত্মসংযমের প্রতীক। ভারত ও বাংলাদেশ একসঙ্গে এগিয়ে যাবে। আমরা দেখিয়ে দিয়েছি, পারস্পরিক বিশ্বাসে সমাধান হতে পারে। জমি হস্তান্তর চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। করোনাকালেও তালমিল রেখে কাজ করেছি। বাংলাদেশে কাজে লাগছে মেড ইন ইন্ডিয়া ভ্যাকসিন।"

প্রসঙ্গত, ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুদিনের সফরে ঢাকা গিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালেই দিল্লি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন মোদী, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যান ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরে মোদীকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋষ্যমুখে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। ঋষ্যমুখ ব্লকের নলুয়ার বরজ কলোনি এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য বিলোনিয়া জুড়ে। ঋষ্যমুখ ব্লকের নলুয়ার বরজ কলোনি সুইস গেটের নীচে উদ্ধার হয় মৃতদেহটি।

মৃত যুবকের নাম ছুটন মজুমদার। বাড়ি নলুয়ার বরজ কলোনি এলাকায়।খবর পেয়ে সাথে সাথে ঋষ্যমুখ ফাড়ির পুলিশ ও টিএসআর সহ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। খবর দেওয়া হয় ফরেনসিক টিম ও ডগ স্কোয়াডকে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কিভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এডিসি নির্বাচনের আগে এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

বীরগঞ্জে নির্বাচনী সমাবেশ থেকে ফেরার পথে যান দুর্ঘটনায় ৪ বিজেপি কর্মীর মৃত্যু, আহত ২১

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৬ মার্চ।। নতুনবাজার-এ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সভা থেকে ফেরার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় চারজন বিজেপি কর্মী-র মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরো প্রায় ২১ জন। আহতদের অমরপুর এবং গোমতি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ওই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এ-বিষয়ে গোমতি জেলা শাসক টি কে দেবনাথ জানিয়েছেন, নতুনবাজার-অমরপুর সড়কে বীরগঞ্জ থানাধীন লাকড়ি বাড়ি এলাকায় বাঁক নিতে গিয়ে একটি বুলেরু গাড়ি উল্টে যায়। ওই গাড়িতে ২৫ জন যাত্রী ছিলেন। চারজন-র ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, আহত-দের উদ্ধার প্রথমে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ৭ জনকে গোমতি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি জানান, ওই দুর্ঘটনায় মৃতদের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও একজন পুরুষ রয়েছেন।

ওই ঘটনা সম্পর্কে বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি বলেন, চালকের অসাবধানতার কারনেই ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে, চারজন দলীয় কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। আহত-দের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং বিজেপি প্রদেশ সভাপতি টেলিফোন-এ খোজ নিয়েছেন এবং নিহতের পরিবারের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

আজ এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমরপুরে বিজেপির কার্যক্রম থেকে বাড়ি ফেরার পথে যান দুর্ঘটনায় ৪ জন কার্যকর্তার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আমি গভীর শোকাহত। অনেক কার্যকর্তা আহতও হয়েছেন। আমি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই ও আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য মা ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে প্রার্থনা করি।

পানীয় জলের দাবীতে পথ অবোরধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। পানীয় জলের দাবিতে গন্ডাছড়া-রইস্যাবাড়ি রাস্তা অবরোধে বসল পঞ্চরতন ভিলেজের দুর্যোধন পাড়ার মহিলারা। এদিন সকাল ছয়টা থেকে এলাকার মহিলারা জলের কলসী নিয়ে রাস্তা অবরোধে বসে। অবরোধকারিদের বক্তব্য বাম রাম কোন সরকারের আমলেই তাদের পাড়ায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করেনি। এমতাবস্থায় বিশেষ করে পাড়ার মহিলারা অনেক দুর দুরন্ত থেকে জল আনতে হচ্ছে।দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে শাসক দলের নেতা নেত্রীদের কাছে জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে পানীয় জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধে বসে দুর্যোধন পাড়ার মহিলারা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুম্বইয়ে কোভিড সেন্টারে আগুনে মৃত ১০, কঠোর তদন্তের নির্দেশ উদ্ধবের

মুম্বই, ২৬ মার্চ (হি.স.): মুম্বইয়ের ভান্ডুপ পশ্চিমের ড্রিমস মলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ওই মলের ভিতরেই রয়েছে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের হাসপাতাল। বৃহস্পতিবার রাতের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের, এছাড়াও মধ্যরাতের পর ৭০-এর বেশি রোগীকে উদ্ধার করে অন্য হ্যাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মলের ভিতরে হাসপাতাল দেখে অবাক ও বিস্মিত হয়েছেন মুম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেডনেকর।

তিনি বলেছেন, 'আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রথম মলের ভিতরে হাসপাতাল দেখলাম, ব্যবস্থা নেওয়া হবে। করোনা-আক্রান্ত-সহ ৭০ জনের বেশি রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, 'কেউ দোষী প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মৃতদের অধিকাংশই ভেন্টিলেটরে ছিলেন। দুঃখপ্রকাশ করে মৃতদের পরিবারের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।'

বৃহস্পতিবার রাত ১১.৪৯ মিনিট নাগাদ ভান্ডুপের ড্রিমস মলে ভয়াবহ আগুন লাগে। মলের তৃতীয়-তলায় অবস্থিত সানরাইজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি ভোট ঃ ইস্তাহার প্রকাশ করল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। সিপিআইএম এবং বিজেপি অপশাসনের পিছিয়ে গেছে জনজাতিরা। স্বশাসিত জেলা পরিষদ উন্নয়নের স্বার্থে সিপিআইএম এবং বিজেপি কেউ কাজ করছে না। তাই এ ডি সি উন্নয়নের স্বার্থে ভোট চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ইস্তাহার ঘোষণা দিয়ে এমনটাই বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। এডিসি এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল হয়ে আছে। তিনি বলেন, পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছেছে। মহাকুমা হাসপাতালগুলিতে বিশেষজ্ঞ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। হোলি উৎসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- সারা দেশেই রঙের উৎসব হোলি আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উ্যাপিত হলেও এই বছর এক ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে এই উৎসব আমাদের কাছে এসেছে।

কোভিড-১৯-এর এই সময়কালে স্বাস্থ্যবিধি ও সর্তকতার নিয়ম মেনে এই উৎসব পালিত হোক। আমাদের সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে আসুক। আমাদের রাজ্যেও রাজন্য সময়কাল থেকে রঙের উৎসব হোলি সাড়ম্বরে চিরাচরিত রীতিতে পালিত হচ্ছে। প্রকৃতির অপরূপ রঙের সাথে বর্ণময় হয়ে উঠুক আমাদের প্রতিদিনের জীবন ও চিরাচরিত সংস্কৃতি।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় দাওয়াই

বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বহিঃরাজ্যে ভ্রমণ বাদ দিন, পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের

আগরতলা, ২৫ মার্চ (হি. স.) : বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বহিঃরাজ্যে ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দিলেন কোভিড সংক্রান্ত টেকনিক্যাল এডভাজরি কমিটির সদস্য-রা। কারণ, সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত-দের অধিকাংশের ভ্রমণ ইতিহাস রয়েছে। বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ-এ কুম্ভ ফেরত প্রায় সকলের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন কমিটির সদস্য ডা: তপন মজুমদার।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনের শুরু-তে কমিটির চেয়ারম্যান ডা: সুব্রত বৈদ্য বলেন, আমাদের দেশে কোভিড-র সংক্রমণ অনেকটাই কমেছিল। কিন্তু, গত কিছুদিন ধরে পুনরায় করোনা-র প্রকোপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তেমনি, ত্রিপুরায় গত ফেব্রুয়ারি-তে করোনা-র একটি মামলা-ও সামনে আসেনি। কিন্তু, এখন ৪০ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছেন রাজ্যে। তিনি বলেন, গত বছর করোনা মোকাবিলায় কোন প্রতিরোধক ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু, এখন আমাদের কাছে টিকা রয়েছে। টিকা-র মাধ্যমে করোনা ঠেকানো অনেকটাই সম্ভব বলে দাবি করেন তিনি।

এদিন মাইক্রো বায়োলজিস্ট ডা: তপন মজুমদার বলেন, করোনা-র সংক্রমণ কমার সাথে সাথেই ভ্রমণ-র প্রবণতা বেড়েছে। ফলে, এখন ভ্রমণ-এ যাওয়ার সময় করোনা সংক্রমিত না থাকলেও ফিরে আসার পর অনেকের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া যাচ্ছে। তাই তাঁর পরামর্শ, বহিঃরাজ্য থেকে ভ্রমণ করে ত্রিপুরায় কোভিড টেস্ট করুন। তাতে, সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম হবে। তিনি বলেন, সম্প্রতি কুম্ভ ফেরত অনেকের দেহে করোনা-র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, যাতে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটাতে হবে। যাতে তারা অনেকের মাঝে নিজেকে আলাদাভাবে তুলে ধরতে পারে। আজ প্রজ্ঞা ভবনে 'নতুন দিশা ২.০ মিশন হান্ড্রেড ডেইজ' এই কর্মসূচির উপর একদিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের সূচনা করে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

উল্লেখ্য, এই কর্মসূচির মাধ্যমে করোনা অতিমারিজনিত কারণে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের লার্নিং লেভেলে গ্যাপ রয়েছে তাদের আগামী ১০০ দিনের মধ্যে যথোপযুক্ত স্তরে উন্নীত

করা হবে। এর সাথে সাথে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলোকে ১০০ দিন পর যাতে নন-রিডার ফ্রি হিসাবে ঘোষণা করা যায় তারজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর আয়োজিত এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব পি কে গোয়েল, সেকেণ্ডারী এডুকেশনের অধিকর্তা ইউ কে চাকমা, এলিমেন্টারী এডুকেশনের অধিকর্তা সাজ ওয়াহিদ প্রমুখ। এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিভিন্ন জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে দুইটি সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। সম্প্রতি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে দুইটি সফল অস্ত্রোপচার করেছেন সার্জারি ইউনিট-২ এর শল্য চিকিৎসকগণ। এই হাসপাতালের শল্য বিভাগে একের পর এক জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছেন চিকিৎসকগণ। বিহারের বাসিন্দা একজন বিএসএফ জওয়ানের মা জয়া রাণী জয়সওয়াল (৫০ বৎসর) জিবি হাসপতালে ফিমেল সার্জিকেল

ডাঃ দিপ্তেন্দু চৌধুরী

ডাঃ দামোদর চ্যাটার্জি

ওয়ার্ড-২এ ভর্তি হন।

তাঁর শারীরিক জটিলতা লক্ষ্য করে চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন

আখাউড়া সীমান্তে বিটিং রিট্রিট সমারোহে সামিল বিএসএফ-বিজিবি

আগরতলা, ২৬ মার্চ (হি. স.)।। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ত্রিপুরার অবদান অনস্বীকার্য। তাই করোনা-র প্রকোপে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আজ ত্রিপুরায় আখাউড়া সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবি যৌথভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিটিং রিট্রিট-র আয়োজন করেছে। অবশ্য, বাংলাদেশের জন্য আজ দ্বিগুন খুশির দিন। কারণ, আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-র জন্ম শতবর্ষ উদযাপন করছে বাংলাদেশ। ফলে, ত্রিপুরা সীমান্তে বিটিং রিট্রিট উদযাপন করে বিজিবি ভীষণ খুশি। এমন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্বপুর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে দাবি করেন বাংলাদেশ-র সরাইল-র আঞ্চলিক কমান্ডার এবিএম নৌরুজ আহসান।

আজ বি এস এফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার-র ভারপ্রাপ্ত আইজি

ডিপি সিং বলেন, বাংলাদেশ-র স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগরতলা-আখাউড়া সীমান্তে বিটিং রিট্রিট সমারোহের আয়োজন করা হয়েছে। বিজিবি-র সাথে যৌথ ভাবে ওই আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের খুশির মুহুর্তে ভারতও অংশীদার হউক, সেই লক্ষ্যেই ওই আয়োজন করা হয়েছে। কারণ, করোনা-র প্রকোপে সীমান্তে বিটিং রিট্রিট বন্ধ ছিল। তিনি জানান, করোনা অতিমারির কারণে এখন থেকে সপ্তাহে দুই দিন সীমান্তে বিএসএফ-বিজিবি ওই অনুষ্ঠান করবে। তবে, কমান্ডার স্তরের বৈঠকে দিনক্ষণ স্থির হবে।

এদিন বাংলাদেশ-র সরাইল-র আঞ্চলিক কমান্ডার এবিএম নৌরুজ আহসান বলেন, বিএসএফ-র সাথে বরাবরই বিজিবি-র ভাল সম্পর্ক রয়েছে। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। তাঁর কথায়, আজ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত খুশির দিন।

আজকের দিনে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাতে, ভারত এবং ত্রিপুরার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, আজ আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-র জন্ম শতবর্ষ পালন করছি। যা আমাদের খুশির পরিধি অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, করোনা-র কারণে সীমান্তে বিটিং রিট্রিট সমারোহ বন্ধ ছিল। কিন্তু, আজ দুই দেশের মানুষের অংশগ্রহণ-এ সাফ বোঝা যাচ্ছে এই উদ্যোগ সফল হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৬৬ ▫ ২৭ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ১৩ চৈত্র ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

হোলি উৎসবেও সাবধানতা জরুরি

হিন্দু বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এর অন্যতম উৎসব দোল উৎসব ও হোলি উৎসব। উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের রাজ্য জাতি উপজাতি অংশের মানুষ প্রস্তুতি নিতে শুরু করিয়া দিয়াছেন। উনি উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিবে সারা রাজ্য। বসন্তের এই উৎসবে মাতোয়ারা রেওয়াজ আদি অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি আনন্দ উল্লাসে বিঘ্ন ঘটাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। গোটা দেশেই করুনার দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। বসন্তের এই হোলি উৎসবে রঙের খেলায় মাতিয়া উঠিলে পরিণতি আরো ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকার উৎসব এর উপর নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করিয়াছে। আমাকে রাজ্যেও পুলি উৎসবকে নিয়ন্ত্রণ করিবার কৌশল হিসাবে দু"দিনব্যাপী ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে।পরিস্থিতি বিবেচনা করে পুলি উৎসব এর সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী।বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি মানবসভ্যতাকে অগ্রগতির দিকে অগ্রসর করিবার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করিতেছে।বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির হাত ধরিয়া সমজ ব্যবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সাধন না হইলে মানব সভ্যতা এতটা উন্নত হইতে পারিত না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বিজ্ঞান প্রযুক্তির আবিষ্কারকে পাথেয় করিয়া বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। আগামী দিনগুলিতে সভ্যতার আরো ক্রমবিকাশ ঘটিবে। মানব সভ্যতাকে উন্নত থেকে উন্নত করিবার জন্য প্রয়াসের অন্ত থাকিবে না। কিন্তু কোন কোন দেশ নিজেদের আখেরে গোছাইবার জন্য এবং নিজেদেরকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ হিসাবে চিহ্নিত করিবার তাগিদে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অপপ্রয়োগ করিবার চেষ্টা চালাইতেছে। এই ধরনের প্রয়াস মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। গোটা বিশ্বে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সাম্প্রতিককলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ। এটিও চীনের এক অপপ্রয়াস বলিয়া বিভিন্ন দেশ আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছে। চীনের ওয়ান প্রদেশে কৃত্তিম উপায়ে করোনা ভাইরাসের জীবাণু তৈরি করিয়া তাহা ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। যদিও চীন এই ধরনের অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়াছে। ইদানিংকালে চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছে বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে ফাটল ধরা এইবার চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে চীন। স্বাভাবিক কারণেই আবারও কাঠগড়ায় চিন। একে তো করোনা অতিমারীর উৎস হিসেবে নানা সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হইয়াছে। এবার তাহার সঙ্গে জুড়িল নতুন অভিযোগ। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরে আবার বড়সড় ফাটল ধরার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এর পিছনে রহিয়াছে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বা সিএফসি। দেখা গিয়াছে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখাইয়া পূর্ব চিনে সিএফসি"র রীতিমতো বেআইনি উৎপাদন চলিয়াছে পুরোদমে।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ওজোন স্তর নিয়া যৌথ গবেষণা করিয়াছেন। বিশ্বখ্যাত "নেচার" পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে সম্প্রতি। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় বসানো দু"টি এয়ার মনিটরিং স্টেশনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এমনটা জানানো হইয়াছে ওই গবেষণাপত্রে। ওই গবেষণাপত্রে দেখানো হইয়াছে, চিন তাহাদের বেআইনি উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার সময়ে সিএফসির নিঃসরণ কীভাবে কমিয়া গিয়াছে। যাহার ফলে ওজোন স্তরের ক্ষতি অনেকটাই মেরামত হইয়ি যাইতে দেখা যায়। অন্যতম গবেষক রোনাল্ড প্রিন সতর্ক করিয়া জানাইয়াছেন, যদি সিএফসির নিঃসরণ বাড়ে কিংবা যাহা রহিয়াছে তাহি থাকিলেও আগামী দিনে এর ফলে বড় বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।

ওজোন স্তর পৃথিবীর উপরে একটি ছাদের মতো। এই স্তরে ফাটল ধরিলে তাহির ভিতর দিয়া বিপজ্জনক অতিবেগুনি রশ্মি ঢুকিয়া পড়িতে পারে। এই রশ্মি পৃথিবীর জীবজগতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। মানুষের ত্বকে ক্যানসার পর্যন্ত হইতে পারে এই রশ্মির প্রভাবে। যে সব উপাদানারে কারণে ওজোন স্তরে ফাটল ধরিতে পারে তাহার অন্যতম ক্লোরোফ্লুরোকার্বন।

গবেষকদের আশা, আগেভাগে ব্যবস্থা নিলে এই বিপদ এড়ানো সম্ভব। চিন যাহাতে সিএফসির উৎপাদন বন্ধ রাখে সেদিকে নজর রাখিবে রাষ্ট্রসংঘ। যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহা হইলে ওজোন স্তরের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে তাহা মেরামত করা সম্ভব হইবে বলিয়াই আশা করা হইতেছে। চীনের মত ধ্বংসাত্বক মনোভাবাপন্নন দেশের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ববাসীকে ঐক্যবদ্ধধ হইতে হইবে। চীনের মতো ধ্বংসাত্বক মনোভাবাপন্ন দেশের বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ বিশ্বের শক্তিধর দেশ গুলিকে ঐক্য বদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদের রাজ্যেও হোলি উৎসবে সকলকে সতর্ক ভাবে আনন্দ-উল্লাস উপভোগ করিতে হইবে। অন্যতায় ইহার খেসারত ভোগ করিতে হইবে।

শান্তিপুরে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত সংযুক্ত মোর্চার

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : নদিয়ার শান্তিপুরে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিল সংযুক্ত মোর্চা। শুক্রবার বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এক বিবৃতিতে একথা জানান। বিমানবাবু জানিয়েছেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আসন বোঝাপড়া সংক্রান্ত প্রাথমিক গৃহীত নীতির ভিত্তিতে শান্তিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের লড়ার কথা। ওই আসনে সহমতের ভিত্তিতে বামফ্রন্টের সিপিআই (এম) প্রার্থী যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন, সে বিষয়ে একাধিকবার জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে আলোচনায় সদর্থক অগ্রগতি ঘটে; যার ভিত্তিতে সিপিআই(এম) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সংবাদমাধ্যমে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে ঘোষিত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব অনুরোধ জানান যে, আসন বন্টনের গৃহীত নীতিকে মান্যতা দিয়ে শান্তিপুর আসনে তাদের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তৃণমূল ও বিজেপিকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে সারা রাজ্যে ইতিমধ্যে সংযুক্ত মোর্চা শক্তিশালী লড়াই গড়ে তুলেছে। রাজ্যজুড়ে এই লড়াইকে রক্ষা করা এবং প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বার্থে শান্তিপুর কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য শান্তিপুরের সকল বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের নিকট আবেদন করছি।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নন্দীগ্রামে ঘুরছে বহিরাগত গুন্ডারা, কমিশনে অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : 'নন্দীগ্রামে বহিরাগত গুন্ডা' নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল নেতৃত্ব। শুক্রবার তৃণমূলের দুই সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার কমিশনের দফতরে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। স্পর্শকাতর জায়গায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের দাবিও করেন তাঁরা। এদিন দুপুরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়েরের পর বেরিয়ে সাংবাদিকদের কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, "আমাদের কাছে খবর আছে, মেদিনীপুরের বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। এগরা, পটাশপুর, নন্দীগ্রামে নির্বাচনের দিন বহিরাগতরা এসে বাধানোর চেষ্টা করবে। মানুষের ভিড়ে মিশেই বহিরাগতরা নিজেদের কাজ করবে। তাই আমরা কমিশনে এসে বলেছি, যাতে সুষ্ঠুভাবে এসব জায়গায় ভোট হয়, তার ব্যবস্থা করতে। আগেও কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সুরাহা হয়নি। আমাদের আশঙ্কা, বিজেপি সব বানচাল করে দিতে পারে।" তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বহিরাগতরা রাজ্যে অশান্তির চেষ্টা করছে আর তা চলছে বিজেপির মদতে। বিভিন্ন জনসভা থেকে এই অভিযোগ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের সভা থেকে তিনি বৃহস্পতিবার রাতে কাঁথির ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন, "কাল রাতে কাঁথি বাসস্ট্যান্ড থেকে উত্তরপ্রদেশের ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'রাম-রাজত্ব' একটি থিম

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

হঠাৎই এই বঙ্গভূমে মধ্যযুগের কৌলীনা প্রথা নেমে এসেছে। অবশ্য বাংলা সিরিয়ালেও 'এই মুখার্জিবাড়িতে এসব হবে নী', 'রায়চৌধুরী বংশে কোনও দিন গয়লা ঘোষের মেয়ে ডোকে না' ইত্যিাদি আস্ফালন শুনে থাকি। কিন্তু এসব আস্ফালন---মুখার্জি -বানার্জি, ঘোষ বোস-দত্ত-মিত্রর বংশমহিমা, সব ফিকে হয়ে গিয়েছে। 'উদিকে ঘোষদিগের কাঁড়াটো ক্ষেইপে উঠেছে'---তবে সেসব ক্ষিপ্ত প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমার মনে হয় এখনকার রাজনীতিতে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক আমার প্রভু রামচন্দ্রকে নিয়ে দু'টি ততোধিক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা ভাল।

আপনাদের মনে থাকবে, দণ্ডকারণ্যে মায়াবী সোনার হরিণকে বাণবিদ্ধ করতেই সে যখন রামচন্দ্রর গলায়' কোথায় লক্ষ্মণ, বাঁচাও, লক্ষ্মণ' করে চিৎকার করতে আরম্ভ করল, সৃষ্টি করেছে---হাঁদারাম, ক্যাবলারাম, বোকারাম। অসাধারণ এক গল্প শুনেছিলাম রামচন্দ্র এহেন সারল্যের প্রতিকূলে। ঘটনাটি ঘটেছিল পুরুলিয়ার আদিবাসী অঞ্চলে। সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় দেহাতি এবং আদিবাসী সমাজের একাংশ রামযাত্রার আয়োজন করেছে। সেখানে মায়া হরিণের পালা অভিনয় হবে। প্রান্তিক গ্রাম এবং সামাজিক দৈন্যদশা এমনই যে, সেখানে মঞ্চ বলে তো কিছু নেই, এমন এক নির্দিষ্ট পরিষ্কার ভূমিউ সেখানে মঞ্চাকারে ভাবিত। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে রাত্রি নামছে প্রেমনত দীর্ঘচ্ছায়াময় পল্লাবের মতো। দু'একটি বাড়িয়ে তুলেছে।

যাত্রা নাটকে যিনি রামচন্দ্রের অভিনয় করবেন, সেই দেহাতি যুবক পুরাতন অভ্যাসবশত কিছু গৌড়ী মাধ্বী সেবন করেছে। রাতের আঁধার যত বাড়ছে, তার চোখে নেশা জমছে তত। তবু সে একটি ব্যাপারে দৃঢ়—সে রামচন্দ্রে অভিনয় ঠিকই করবে। ভূমিমঞ্চে যে সোনার হরিণ দৌড়বে, সে হরিণ গ্রামবাসী জনতা পাবে কোথায়? অতএব হরিণেণ বিকল্প-সাধন করার জন্য একটি যথাসম্ভব ছোট মোয়ের বাচ্চা জোগাড় করা হয়েছে।

এখানকার দেহাতি মানুষেরা মোষকে বলেন। 'কাঁড়া'। সোনার হরিণ যে ইতস্তত দৌড়ে দৌড়ে সীতাকে প্রলুব্ধ করবে, সেই প্রলোভন যথাসম্ভব বাস্তব দেখানোর জন্য গ্রামবাসীরা সেই ছোট্ট মহিষ সাবকের গলায় দু'টি আলগা দড়ি পরিয়ে রেখেছেন। মাঠ-মঞ্চের দুই প্রান্তের একদিক থেকে একবার একজন দড়ি টানবেন, মোষের বাচ্চা তখন সেই দিকে যাবে, অর্থাৎ যেতেই হবে। তারপরেই অন্য প্রান্তে থেকে টান আসবে, তখনই সে আবার সেই দিকে যাবে—অর্থাৎ সোনার হরিণ দৌড়োদৌড়ি করছে।

যথাসময় পার করে অভিনয় আরম্ভ হল। রাম-সীতারূপী দেহাতি যুবক যুবতী একাসনে বিরাজ করছেন। হরিণ রূপ মেষের বাচ্চা দ্বৈপ্রান্তিক টানাটানিতে কিছুতেই অভ্যস্ত হচ্ছে না, পলে মায়া হরিণের

ইতস্তত ভাব মোষের গোঁয়ার্তুমিতে আহত হচ্ছে যথেষ্ট। তাতে অবশ্য অভিনয়ের কোনও হানি ঘটছে না। মোষের বাচ্চা দেখা ইস্তক দেহাতি যুবতী রামচন্দ্রর কাছে বায়না করে যাচ্ছে বারবার—'ওই হরিণটা আমি লিব, ওই হরিণাটা আমি লিব। কিন্তু রাম রূপী অভিনেতা খুব একটা কথা বলছে না, কোনও কথায় সে সাড়াচ্ছেও না। আসলে অভিনয় একটু দেরিতে আরম্ভ হওয়ায় দেহাতি যুবকের গৌড়ী -মাধ্বীকের মাত্র কিছু চড়েছে। ফলে যে একটু ঝিম ধরে আছে, সীতা সুন্দরী ক্রমাগত বায়না তার কানে ঢুকছে বটে, কিন্তু উত্তর দ্যেয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ করছে না সে।

দেহাতি যুবতী ক্রমাগত বায়না করে চলল, ওই হরিণটা আম লিব। প্রান্তিক যুবকরা মোয়ের বাচ্চাকে এপাশ থেকে ওপাশে টানছে। সীতার বায়নায় এবং যুবকের নিরুচ্চারিতায় দর্শকদের কৌতুক বাড়ছে। এমন সময় সব স্তব্ধ করে দিয়ে রাম রূপী যুবক তীব্র আক্ষেপে ক্ষুব্ধ স্বরে ঘোষণা করল, কী তখন থেকে হরিণ লিব, হরিণ লিব করে ডাকছিস, উটা ঘোষদিগের কাঁড়া বটে।

গোষদিগের কাঁড়া মানে দয়লাদের ঘরের মোষ। এই প্রাকৃত কাহিনি রামচরিত্রের প্রসঙ্গে আমি একজন উচ্চরণ করেছি যে এক দেহাতি যুবক মদসিক্ত অবস্থাতেও খেয়াল করে বুঝেছে যে, বাস্তব যুক্তিতে যেটা 'হরিণ' বলে মনে হচ্ছে না, তার পিছনে ধাওয়া করা মানায় না। মদের ঘোরেও তার বাস্তববোধ এতটাই কাজ করেছে যে, সে অভিনয় বুলে সীতা-সুন্দরীর বায়না স্তব্ধ করে দিয়েছে এককথায়। কিন্তু স্বয়ং রামচন্দ্র লক্ষ্মণের যুক্তি শুনেও যে সরলতা বশে মায়া হরিণের পশ্চাদ্ধাবন করলেন, এতে দু'টি যুক্তি পরিষ্কার হয়। এক রামচন্দ্র সীতাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং সেজন্যই নির্বিচারে তিনি স্ত্রীর ইচ্ছায় প্ররোচিত হয়েছেন। দ্বিতীয় যুক্তি, ঠিক এসব মুহূর্তেই রামচন্দ্রর অসাধারণ সরল মনুষ্যমুখটি ধরা পড়ে। রামচন্দ্র অবতার প্রমাণ বিরাট পুরুষ বলে সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই যে স্ত্রীর কথায় প্রলুব্ধ হয়ে কার্যাকার্য ভুলে হরিণের পিছনে দৌড়লেন, এইখানে তাঁর একান্ত আপন মনুষ্যস্বরূপটি ধরা পড়ে, মনুষ্য অবতারের সেটাই হয়তো পরম সার্তকতা—ভাগবত পুরাণ অসামান্য একটি শ্লোক উচ্চারণ করে বলেছে--- মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারিবিন্দুম্ । সম্পূর্ণ রামায়ণ--- অর্থাৎ মূল সংস্কৃত রামায়ণ জুড়ে রাচমন্দ্র কিন্তু এইরকই স্বলিত করুণ মধুর। কোথায় তাঁর পিতা তাঁর তরুণী ভাষাকে প্রেমের শপথ করেছিলেন, সে শপথ রাখার জন্য তিনি বনবাস গ্রহণ করছেন। সীতা হরণের পর যখন সঠিক বুঝতে পারলেন---সীতা হরণ হযেছে, তখন তিনি কেঁদে কুল পাচ্ছেন না, তাঁর ক্রন্দন এবং মুহ্যমান অবস্থা সামলাতে লক্ষ্মণকে যত যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, আমার তো তাতে লক্ষ্মণের উপরেই মায়া হয় বেশি। অনুরূপ ঘটনা আরও সবিস্তারে বর্ণন করতে পারি, যেখানে রামচন্দ্র সার্বিকভাবেই এক করুণ রসের নায়ক হয়ে উঠবেন। এমনকী লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের সঙ্গে যে তাঁর বিরাট এক যুদ্ধ সেখানেও তিনি মাঝে মাঝেই রামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর পূর্ণ স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যলীলায় তাঁর এই করুণ এবং করুণাময় রূপ দেখাতে পাই বলেই তাঁর সম্বোধন কিন্তু নরচন্দ্রমা—তাঁর ব্যক্তিত্ব স্নিগ্ধ শীতল এবং মধুর।

ক্ষতিয়ের প্রতিজ্ঞ-রক্ষার কাঠিনোও রামচন্দ্র যখন খুব কঠোর পুরুষ হয়ে ওঠেন, সেখানেও দেখা যাবে, অন্য একজনের প্রতি তঁর করুণার হেতু আছে। লঙ্কাযুদ্ধের সময়েও তিনি এমন কিছু ঈশ্বরী শক্তিতে অলৌকিক নন তাঁর আপন পক্ষে কোনও ক্ষতিই হচ্ছে না, অথচ শত্রুপক্ষ ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে ইন্দ্রজিৎ রাবণের অস্ত্রাঘাতে রাম লক্ষ্মণেরই এমন অবস্থা হয়েছে যে, রামচন্দ্র হতাশা প্রকাশ করে বলেছেন যে আর তাঁর সীতা উদ্ধার করা হল না। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে আবারও তিনি উদ্‌যুক্ত হয়েছে যুদ্ধকাণ্ডে। সমস্ত মনুষ্যেচিত্র বিপন্নতা কাটিয়ে উঠেই তিনি পরিণত লঙ্কাযুদ্ধের নায়ক। তবে সে নায়কত্বও বিশাল কৃপা করুণায় ভরা। ভগবতী চণ্ডীর ভাষায় এটা যেন---সমরনিষ্ঠুরতার মধেও তাঁর কৃপার স্পর্শটুকু ঠিক বোধা যায়—চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্ট।

ভগবান বিষ্ণুর মনুষ্য লীলায়িত রূপটা এইরকমই। প্রথম সেই আদি কাণ্ড থেকে লঙ্কা কাণ্ড পর্যন্ত যে রূপটা রামচন্দ্রে দেখা গেল, সেই তিনি অযোধ্যায় পিতৃরাজ্যে ফিরে এসেই হঠাৎ এক দক্ষ প্রশাসকের বূমকায় অবতীর্ণ হয়ে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম হয়ে উঠলেন—একথাটা একেবারেই ঠিক নয়। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে রাচন্দ্র যখন রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছেন, তারপর থেকে রামচন্দ্রের সময় কেটেছে অগস্ত্য মুনির কাছে রাবণের জীবন কাহিন, বালি সূগ্রীব হনুমানের জীবন কাহিনি শুনতে শুনতে। এরপর অভিষেক উৎসবে আসা বন্ধুজনের বিদায় শেষ হতেই যখন আমাদের রাম রাজ্যের প্রশাসনিক মাহাত্ম্যের গল্প শোনার সময় শুরু হওয়ার কথা, তখন একবারের তরেও কোথাও কোনও প্রজারঞ্জনের কাহিনিও শুনতে পাইনি, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার একটা উদাহরণও দেখতে পাইনি, এমনকী, সমাজনীতি, অর্থনীতি, অথবা রাজানীতির সামগ্রিক ভাবনায় মৌর্যশাসন ব্যবস্থা, গুপ্তশাসন ব্যবস্থা অথবা শেরশাহ আকবরের শাসনব্যবস্থার মতো অসামান্য, অথবা রামচন্দ্র বলে ততোধিক কিছু থাকবে বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু তেমন কোনও দক্ষ প্রশাসনিক একটি শব্দও রামায়ণের কবি লেখেননি রামরাজত্বের সম্বন্ধে।

কাজেই এই যে একটা মিথ। রাম রাজ্য রাজ রাজত্ব। রামকে জুড়ে এই রাজ্য বা রাজত্বের মিথটা তৈরি করা হয়েছে অত্যন্ত সচেতনবাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে, যার সঙ্গে রামায়মের আদি থেকে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রাম চরিত্র মেলে না। এমনিতেই দেশি বিদেশি সমস্ত পণ্ডিত রাম রাজত্বের আধার উত্তর কাণ্ড টাকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য এই প্রক্ষিপ্তবাদকে ভীষণ গুরুত্ব দিই। কেননা, রামায়ণের এই প্রক্ষিপ্ত অংশেই সেকালের ব্রাহ্মণদের সেই সুপিকিল্পিত প্রয়াসটুকু দেখা যায় যেখানে এক কলুষিত প্রয়াসের মধ্য দিয়েই রামচন্দ্র পতিত পাবন সীতা রাম এর মধুরতার নির্মোক ছেড়ে রঘুপতি রাঘব, রামায়ণের উত্তর কাণ্ড'য় উৎসবান্ত বন্ধুবিদায়ের পরেই কিন্তু রাক্ষস রাবণের ঘরে থাকা গর্ভবতী সীতাকে নিয়ে ব্রাহ্মণ্য সন্দেহ প্রজাদের মধ্যে চারিয়ে যায় এবং সেই সন্দেহবশেই রামচন্দ্র নাকি প্রজারঞ্জনের জন্য গর্ভবতী স্ত্রীকে নির্বাসন দেন, তাঁকে একটি কথা বলারও সুযোগ না দিয়ে এবং প্রায় লুকিয়ে এই যে নির্বাসন---এটা কি রাজাচিত ছিল না, না কি রাজকীয় ছিল , না কি এটাও বা সেইরকম তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা যেটা প্রজাসুখেই রাজার সুখ, এমনই এক রাম রাজ্যের মিথ তৈরি করেছে। কালীদাসের রঘুবংশ তে নির্বাসিত সীতা সহগামী লক্ষ্মণের কাচে তাঁর নির্বাসনের লুকায়িত সত্যটুকু জানতে পেরে প্রথম যে নিন্দাসুচক তির্যক সম্বোধনটি রামচন্দ্রকে করেছিলেন, সেটা হল রাজা । স্বামী নয়, দয়িত নাথ সম্বোধন নয়, সীতা লক্ষ্মণকে বলেছেন---আমার কথা উদ্ধৃত করে তুমি সেই রাম রাজ্যের রাজ্যকে বলবে বাতাস্তুয়া মদ্‌বচনাৎ স রাজা। বলবে—নিজের চোখের সামনে তোমারই নির্মিত অগ্নিকুণ্ডে আমাকে পরীক্ষা করার পর আমাকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ জেনেও তুমি যে লোকাপবাদের ভয়ে আমাকে এইভাবে পরিত্যাগ করলে, সেটা কি সেই রাজার এতকালের জমে ওঠা কীর্তি খ্যাতির সঙ্গে মানায়, না কি সেটা তাঁর বিরাট বংশমর্যাদার সঙ্গে খাব খায়—মাং লোকবাদ অহাসী-/ শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য/ অথচ এই ঘটনাতেই শুধু তিনি রাজা রাম।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

দেশের যুবসমাজের প্রতি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আহ্বান

ড. বিমল কুমার শীট

উনবিশং শতাব্দীর বাংলা ছিল রত্নগর্ভা। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সে সময় আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাদের সবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আরও একজন মানুষ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বস্তত তার মতো বিজ্ঞানীরা ছিলেন জাতীয়তাবোধে উদদ্ধ এবং তারা এদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণায় রনোস বা পুনর্জাগরণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি জগদীশচন্দ্রেরত্ত আকর্ষণের উৎসও স্বদেশপ্রেম। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী,যুক্তিবিদ এবং দেশপ্রেমিক মানুষ। দেশের যুবসমাজের প্রতি তার আহান ছিল দৃষটান্তস্বরূপ, যা আজও যুবসমাজকে আলোড়িত করবে।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে লিখেছিলেন, "আজ ২৩ অক্টোবর, কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্যজগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহাপ্রদর্শনী। নানা দিগদেশ-সমাগত সঙ্গম। দেশদেশান্তরের মনীষীগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ এ পারিসে। এ মহাকেন্দ্রে ভেরীধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে-তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তার স্বদেশকে সর্বজন সমক্ষে গৌরবাতি না! আর টি জন্মভূমি- এ জার্মান, ফরাসী, ইতালী বুধমণ্ডলীমণিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন, সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে সি বোস। একা যুবা তারকার রেলে পাচা নিজের প্রতিভামহিমায় মুগ্ধ বকে সে বিদ্যুৎ সঞ্চার, মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনতরঙ্গ সঞ্চার করলেন। সমগ্র বিদ্যুত্মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় পারি নাই, তাহার পথে পথিক হই নাই। কিন্তু তাহার কৃতিত্ব সকলকেই আসা ও বল দিতে পারে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও লেখেন, বাঙালী প্রতিভার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসুর আবিষ্কার সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে হইলেও নিশ্চিত রূপে রেখাপাত করিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রখর আত্মসম্মান বোধ ছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাকে গভর্নমেন্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চাইলে তিনি তা নিতে রাজি হননি। তিন বৎসর কোনও বেতন নেননি। শেষে তার আত্মসম্মান বোধের জয় হয়। জগদীশচন্দ্রের আকৃতিতে এমন একটা বস্তু ছিল, যা সকলকে আকর্ষণ করত। ধনীনির্ধন, উচ্চনীচ, সকল বিজ্ঞানের খাতিরেই বিজ্ঞান চর্চা করা উচিত, তারপর সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে ছেড়ে অবস্থার লোকের সঙ্গে তিনি সমানভাবে কোনওরূপ পুরস্কারের আশায় নয়, কোনও ভারতবর্ষের একাত্মকে ধারণা করতে শিক্ষা মিশতেন। সুখীগণের সুখে হেসে ও দুঃখীর দুঃখে অশ্রু ফেলে আপনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে সকলকে মোহিত করতেন। তিনি যখন কথা বলেন, তখন খুব ধীরভাবে বলেন। একটা বড় কাজ করে একথা ভাববেন না যে সমস্ত পৃথিবীর লোক অমনি একেবারে করা। ভারতের এক প্রদেশ আর এক প্রদেশ হতে শ্রেষ্ঠ, এক প্রদেশবাসী আর এক সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে উঠবে এবং চারদিকে তোমার জয়-জয়কার কথার জোর দেবার জন্য তিনি শুন্যে হাতও পড়ে যাবে। প্রদেশবাসী হতে বেশি বুদ্ধিমান এরূপ মত ধারণা পোষণ নিতান্ত নিরুদ্ধিতার পরিচায়ক। নবগঠিত ভারতে পাঞ্জাবি, মারাঠি, কিংবা ছোড়েন না বা টেবিলও চাপড়ান না। অথচ ছাত্রদের প্রতি উপদেশ দিতে গিয়ে বাঙালি থাকবে না, থাকবে কেবল যেন কি এক বিচিত্র উপায়ে তার আন্তরিকতা সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে ওঠে। জগদীশচন্দ্র বলেন, দেশ আজ তাদেরকে ভারতবাসা। বেশি চাইছে। এই সময়ে জন্মগ্রহণ করে তারা একদা কোনও ধনী বিকানির এক পুত্রপরাধীন ভারতের যুবসমাজ ওনিবেশিক হয়েছে, তারা যে সভ্যতার অধিকারী তা আচার্য বসুর অটোগ্রাফ বা হাতের লেখার সরকারের শৌষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে যুগযুগান্তধরে বেঁচে আছে, অলস নিযরিয় জন্য তার হোটেলে দেখা করতে যান মুক্ত ছিলেন না। পরাধীনতার জ্বালা তীরা থেকে তারা যেন সভ্যতা নষ্ট না করে। মানব প্রতিনিয়ত সহ্য করছিলেন। এর হাত থেকে মুক্তির পথও খুঁজছিলেন। চোখের সামনে চাদির দু

আগরতলা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে নবজাতক শিশুদের পরিচর্যা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

কৃয়কদের ভারত বনধ: বাতিল ৩১টি ট্রেন প্রভাব পড়ল দুধ, সবজি সরবরাহে

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে আজ শুক্রবার ভারত বনধের ডাক দিয়েছে কৃষক ইউনিয়ন। দিল্লি সীমানা লাগোয়া এলাকায় কৃষকদের বিক্ষোভ ইতিমধ্যেই ১০০ দিন পার করেছে। এই প্রেক্ষিতে ফের ভারত বনধের ডাক দিয়েছেন তারা। এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে ভারত বনধ ডেকেছিলেন কৃষকরা। কৃষি আইনের প্রতিবাদে কয়েকদিন আগে রেল রোকো কর্মসূচিও করেন তাঁরা। তিন কৃষি আইন ইস্যুতে আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়াতে ফের এদিন ভারত বনধ ডেকেছেন কৃষকরা। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশজুড়ে বনধ পালন করা হচ্ছে। গোটা দেশ স্তব্ধ না হলেও একাধিক জায়গা পড়েছে ভারত বনধের প্রভাব। পঞ্জাবের ৩২টি জায়গায় রেল অবরোধের চেষ্টা করেন কৃষকরা। বনধের জেরে সকালের দিকে দিল্লি থেকে চন্ডীগড়, অমৃতসর, কালকাগামী বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়। উত্তর রেলে মুখপাত্র দীপক কুমার জানান, শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ ৩২টি জায়গায় রেললাইনের উপর বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন প্রতিবাদী কৃষকরা। এর জেরে বাতিল করা হয়েছে ৩১টি ট্রেন।

শুক্রবার চার মাসে পা দিল কৃষকদের আন্দোলন। এদিন একাধিক ন্যাশানাল হাইওয়ে অবরোধ করেন প্রতিবাদী কৃষকরা। এদিন একটি ভিডিয়ো বার্তায় সংযুক্ত কিষান মোর্চা নেতা দর্শন পাল জানান, বনধের সমর্থনে এদিন সবজি এবং দুধ সরবরাহ করবেন না প্রতিবাদী কৃষকরা। একই সঙ্গে বনধের সময় কোনও হিংসার ঘটনাকে সমর্থন না করার কথাও জানিয়েছেন তিনি। দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ বনধের ডাক দিয়েছেন কৃষকরা।

এদিন ভাটিন্ডা, লুধিয়ানা, অমৃতসর, পাতিয়ালা, রোহতাক, ভিয়ান্দি জেলার একাধিক রাস্তা অবরোধ করেন বিক্ষুব্ধ কৃষকরা। শুক্রবার ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশজুড়ে বনধ পালন করা হবে। কৃষকদের ডাকা বনধের জেরে একাধিক জায়গায় বন্ধ দোকানপাট। ভারত বনধকে সমর্থন জানিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াই এসআর কংগ্রেস পার্টি।

এদিন ভারত বনধের সমর্থনে টুইট করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি লেখেন, "ভারতের ইতিহাস সাক্ষী, সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়েই অন্যায় এবং অবিচারের বিনাশ হয়েছে।

দাসপুরের সভা থেকে তৃণমূল কর্মীদের সতর্কতা তৃণমূলনেত্রীর

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবারও "খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে" বলে প্রকাশ্য জনসভায় তৃণমূল কর্মীদের সতর্ক করে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে ভিনরাজ্যের পুলিশ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি 'মীরজাফর' বলে কটাক্ষ করলেন অধিকারীদের। দাসপুরের নির্বাচনী সভা থেকে ফের বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন।

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরে নির্বাচনী জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে ফের ভিনরাজ্যের পুলিশ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তৃণমূল কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, "ভোটগ্রহণের দিন সকলে সতর্ক থাকবেন। মনে রাখবেন, ওই দিন শুধু আমাদের পুলিশ থাকবে তেমন নয়। অন্য রাজ্যের পুলিশও থাকবে। তাই কেউ যদি আপনাদের বলে তারা মেশিন পাহারা দেবে, একদম তা শুনে চলে যাবেন না। ওরা বিরিয়ানি দিলেও খাবেন না। ওরা সব পারে, খাবারে বিষ বা মাদক মিশিয়ে দেবে। তারপর মেশিন নিয়ে পালাবে।"

এদিন বিজেপিকে 'শয়তানের দল' বলে কটাক্ষ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বলেন, "ওই শয়তানের দল নারী বিদ্বেষী, কৃষক বিদ্বেষী, উন্নয়ন বিদ্বেষী।" এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কাল রাতে কাঁথি বাসস্ট্যান্ড থেকে উত্তরপ্রদেশের ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই মীরজাফররা ওদের এনেছে। কিন্তু এসব করে কোনও লাভ হবে না। নন্দীগ্রাম, কাঁথি কোথাও কোনও অশান্তি করতে দেব না।"

তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছেন, ২৮ মার্চ থেকে নন্দীগ্রামেই থাকবেন তিনি। সভায় উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে মমতা এদিন আবারও বললেন, "কেউ গুন্ডামি করার চেষ্টা করলে হাতা-খুন্তি, বঁটি নিয়ে তেড়ে যান।" বিজেপি ও পুলিশকে আক্রমণের পাশাপাশি এদিন রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা আমজনতাকে মনে করিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে ক্ষমতায় এলে প্রত্যেকের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। উল্লেখ্য, বঙ্গে ভোটযুদ্ধ শুরুর আর মাত্র কয়েকঘণ্টা বাকি। প্রথম দফায় ৩০টি আসনে নির্বাচন। দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ ১ এপ্রিল। ওইদিন ৩০টি আসনে ভোট। তার মধ্যে রয়েছে দাসপুর। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সুদৃঢ় করবে এই সফর : মোদী

ঢাকা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশের জাতীয় দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা পৌঁছলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালেই দিল্লি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন মোদী, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যান ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরে মোদীকে স্বাগত জানাতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মোদী বিমান থেকে নেমে বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করা মাত্রই তাঁকে স্বাগত জানান হাসিনা। বিমানবন্দরে মোদীকে গার্ড অফ অনারে সম্মান জানানো হয়। দেওয়া হয় লাল গালিচা। বিমানবন্দরে দুই প্রধানমন্ত্রী কুশল বিনিময়ও করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দর থেকে মোদী চলে যান সাভারে, সেখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। ১১.৩৫ মিনিটে স্মৃতিসৌধে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সফর চলাকালীনই বাংলায় টুইট করে বাংলাদেশ সফরের কথা জানান প্রধামন্ত্রী। মোদী লেখেন, 'ঢাকা পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ। এই সফর আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে'। জাতীয় স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে মোদী একটি অর্জুন গাছের চারা রোপণ করেছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতারা বৈঠক করেছেন। শুক্রবার দুপুরে ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে জাপা নেতারা মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দু'দেশের দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। ঢাকা সফরের শুরুর দিনেই সে দেশের বিনোদন, খেলা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফল ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মোদী। মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্মানিত বোধ করছেন বাংলাদেশী ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান। এছাড়াও মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অভিনেত্রী জয়া আহসান, নুসরাত ফারিয়া, সংগীতশিল্পী শারমিন সুলতানা সুমি, ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মুর্তজা-সহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য, ৫১ শক্তিপীঠের একটি যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরেও পুজো দেবেন মোদী। করোনা-পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর। ২০১৫ সালের ৬-৭ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার ঢাকা সফর এসেছিলেন, এবার তিনি দ্বিতীয় দফায় ঢাকা সফরে আসলেন।

জঙ্গলমহলে ভোটের আগের দিন শুক্রবার ছত্রধর মাহাতোকে তলব এনআইএ-র

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : রাত পেরলেই জঙ্গলমহলে ভোট। তার ঠিক আগে অর্থাৎ শুক্রবার ছত্রধর মাহাতোকে কলকাতার অফিসে হাজিরার নির্দেশ দিল এনআইএ। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, তদন্তে সহযোগিতা না করলে যে কোনও মুহূর্তে গ্রেফতার করা হতে পারে ছত্রধরকে। শনিবার জঙ্গলমহল অর্থাৎ পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে নির্বাচন। তার আগে ছত্রধরকে তলব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ছত্রধরকে সামনে রেখে ২০২১ সালে ভোটের আগে জঙ্গলমহলের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে তৎপর হয়েছে তৃণমূল। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত যে লালগড় আন্দোলন বুদ্ধদেব সরকারের চরম মাথাব্যথার কারণ হয়েছিল, তারই মুখ ছিলেন ছত্রধর মাহাত। জনসাধারণের কমিটির প্রধান নেতার সেই আন্দোলনের পিছনে সে সময় মাওবাদীদের মদত ছিল। তৃণমূল শাসিত বাংলা তিনি সেভাবে দেখেননি। তিনি যখন কারাবন্দি হয়েছিলেন তখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। ১১ বছর কারারুদ্ধ থাকার পর তিনি জামিনে ছাড়া পান। আর ছাড়া পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের কমিটিতে মেলে ঠাঁই। এর পর কঠিন নির্বাচনী লড়াইয়ের আগে রাজনৈতিকভাবে অনেকটা বেহাত হয়ে যাওয়া জঙ্গলমহলে ফের জোড়াফুল ফোটানোর গুরু দায়িত্ব তাঁরই কাঁধে ন্যস্ত করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জঙ্গলমহলে ফিরে আগের মতো জনসমর্থন পাচ্ছেন তো? ছত্রধর নিজে অবশ্য বলছেন, "আদিবাসী মানুষ যাকে একবার ভালবাসেন তাকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারেন না। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তাঁরাও আমার পাশে আছেন।" এই পরিস্থিতেই তাঁকে এত্তেলা দিল এনআইএ। বছর দশেক আগে জঙ্গলমহলে সিপিএম নেতা প্রবীর মাহাতো খুন ও জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসে নাশকতার ঘটনায় অন্যতম মূল অভিযুক্ত তৎকালীন জনসাধারণ কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো। এনআইএ ঘটনার তদন্তভার পাওয়ার পর সম্প্রতি তা নিয়ে অতি সক্রিয় হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার ছত্রধরকে ডেকে জেরা করেছেন এনআইএ আধিকারিকরা। এরপর তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিতে চেয়ে বিশেষ আদালতের দ্বারস্থ হয় এনআইএ। সূত্রের খবর, এদিন ফের হাজিরা এড়ালে গ্রেফতার করা হতে পারে তাঁকে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা পরিস্থিতিতে এবারের নির্বাচনে খরচ হবে দেড় গুণ বেশি

নদিয়া, ২৬ মার্চ, (হি. স.) : ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় ২০২১ বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে

প্রায় দেরগুন বেশি টাকা খরচ হবে বলে নদিয়া জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর। জেলা প্রশাসনের সূত্রে জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খরচ হতে পারে বলে অনুমান করছেন জেলা নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা। গতবার প্রায় ২২ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। এবার তার থেকে খরচ অনেকটাই বেশি হবে। কারণ, বিহার মডেলকে সামনে রেখে ভোটের দিন প্রতিটি বুথে প্রয়োজনীয় কোভিড সামগ্রী রাখা হবে।

রাজ্য জুড়ে জেলা নির্বাচন দপ্তর গুলিকে সেই সামগ্রী সরবরাহ করছে রাজ্য সরকার। জেলা প্রশাসনের সূত্রের খবর, করোনা পরিস্থিতিতে ভোট করাতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনকে প্রতিটি বুথে ১১ রকম নতুন সামগ্রী মজুত রাখতে হচ্ছে। ঠিক তেমনি গত নির্বাচনের থেকে এবারের নির্বাচনে বুথ সংখ্যা ও প্রয়োজনীয় কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে। বেড়েছে গাড়িসহ কর্মীদের খাওয়ার খরচও। শুক্রবার এক আধিকারিক বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ভোট করাতে গিয়ে খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের সময় প্রিসাইডিং অফিসারদের প্রতিদিনের ভাতা না বাড়ালেও ভোটের দিন খাওয়া খরচ বাবদ ১৭০ টাকা দেওয়া হবে। এটা আগের তুলনায় ২০ টাকা বেশি। এ বিষয়ে জেলা নির্বাচন কমিশনের ওসি ইলেকশন গোবিন্দ হালদার এদিন বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ভোট করাতে গিয়ে গতবারের থেকে খরচ অনেকটাই বাড়বে বলে আমরা অনুমান করছি। তবে, মোট খরচ কত হবে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক আর এক আধিকারিক বলেন, এবার প্রথম বাড়িতে বসে ভোট দানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মাইক্রো অবজার্ভার, ক্যামেরাম্যান, গাড়ি, নিরাপত্তারক্ষীরা ব্যবস্থা থাকছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত কাজে একাধিক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের মজুরির ব্যবস্থা থাকছে। যা আগে কখনওই হয়নি। এবারের নির্বাচনে জেলায় ১৩৯৪ টি বুথে বেড়ে মোট ৫৯৭৬ টি বুথ হয়েছে। সেই সব বুথের ভোট কর্মীদের জন্য মাস্ক, ৭৫ হাজার ফেসস্লিড, ১০০ মিলিলিটারের ৯৫ হাজার বোতল, ৫০০ মিলিলিটারের ১৮ হাজার বোতল, ২০ লিটারের সাড়ে আট হাজার স্যানিটাইজারের জারিকেন চেয়ে পাঠানো হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

আড্ডায় ঝড় তুলছেন, তৈরি করেছেন বিতর্কও-ঝাড়গ্রামে নজরে সুখময় শতপথী

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.): 'গোপীবল্লভপুরের গর্ব' দিলীপ ঘোষের পাশে থেকে আরএসএস করা পদ্মের সুখময় শতপথী। এবার ঝাড়গ্রাম জেলার ঝাড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। হিমাচলি টুপি পরে সঙ্গীসাথী নিয়ে ঝাড়গ্রামের পরিচিত চায়ের দোকানের আড্ডায় ঝড় তুলছেন। তৈরি করেছেন বিতর্কও। যার জেরে সরব হয়েছেন খোদ তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তা, বিতর্কের কারণটা কী? সুখময় শতপথীর প্রচারের একটি ভিডিও ঘিরে ক'দিন আগে শোরগোল পড়েছে। তাতে বিজেপি প্রার্থীর এক সঙ্গীকে বলতে শোনা যায়, 'ভোটের আগের দিন আয়, খরচ দিয়ে দেওয়া হবে।' এই ভিডিওকে সামনে রেখেই বিজেপির বিরুদ্ধে টাকা ছড়িয়ে ভোট কেনার অভিযোগ তোলে শাসক দল। মঙ্গলবার পুরুলিয়ার পাড়ায় নির্বাচনী জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম। ঝাড়গ্রামের প্রার্থীর সঙ্গে থাকা একজন বলছেন, ইলেকশনের আগের দিন আসিস, খরচা দিয়ে দেব। ভোটের খরচা দিয়ে দেব। বুঝুন। এই হচ্ছে ওদের চরিত্র।' এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলনেত্রী বলেন, "নির্বাচনের আগে আসবে। কাউকে ৫০০ টাকা, কাউকে পাঁচ হাজার টাকা, কাউকে এক হাজার টাকা দিয়ে বলবে, টাকা নে। আর বিজেপিকে ভোটটা দে। কিন্তু মনে রাখবেন, টাকাটা আপনার। ওদের দাদা-ঠাকুরদার টাকা নয়।"

রাজ্যে প্রথম দফা ভোট শুরু ২৭ মার্চ। ওই দিন জঙ্গলমহলের চার জেলা অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের সব কটি আসনে ভোট। সুখময়বাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "আমার জন্ম, বড় হওয়া সবই ঝাড়গ্রামে। সঙ্ঘ পরিবার থেকে উঠে এসেছি। আমাকে দু'বার বিজেপি-র ঝাড়গ্রাম শহর সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত ৩১ জানুয়ারি হই জেলা সভাপতি। গোটা অঞ্চলকে হাতের তালুর মত জানি।

ওটাই আমার ভোটের মূল সম্পদ।' মাস্টার অফ ফাইন আর্টস, অরণ্যশহরের একটি বেসরকারি শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ সুখময়বাবু। বছর ৫২-র সুখময়বাবু ঝাড়গ্রামের একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ের উল্টোদিকে পৈত্রিক বাড়ি জেলা সভাপতি সুখময় শতপথীর। কিন্তু সেই বাড়িতে বেশ কয়েক বছর ধরে থাকেন না তিনি। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে ঝাড়গ্রাম শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। সুখময়ের বাবা অবনী শতপথী, মা স্নেহলতা শতপথী, বোন অর্চনা।

পঞ্চায়েত সমিতি থেকে লোকসভা সব ভোটেই এই অঞ্চলে বিজেপি ভাল ফল করেছে। সুখময়বাবুর দাবি, আগামী ভোটেও এখানে বিজেপি ভাল ফল করবে। দোকানে দোকানে তাঁর ইস্তাহার বিলি হচ্ছে, যাতে লেখা 'শিক্ষাগত যোগ্যতায় যুবক-যুবতীদের চাকরি নেই, খুনি তকমা থাকলেই চাকরি। যারা খুনি, মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ প্যাকেজ তাদের জন্য কেন? যাঁরা খুন হলেন, তাদের অসহায় পরিবারের জন্য কিছু নেই কেন?' বিজেপি-র অন্দরের খবর, ঠিকমতো সংগঠনের কাজ করতে না-পারার জন্য গত জানুয়ারিতে শুভাশিস পালকে জেলা সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহের অনুগামী হিসেবে পরিচিত শুভাশিসবাবুকে গত অক্টোবরে ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু শুভাশিসবাবুর নেতৃত্ব মানতে অস্বীকার করেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি-র সিংহভাগ নেতা-কর্মী। দায়িত্ব পাওয়ার পর তিন মাসেও শুভাশিসবাবু পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠন করতে পারেননি বলে কর্মীদের অভিযোগ। শুভাশিসবাবু জেলা কমিটির বৈঠক ডাকলেও কোনও নেতা-কর্মীই হাজির হচ্ছিলেন না। বিধানসভা ভোটের আগে তাই সভাপতি পদে পরিবর্তনের বিষয়টি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় ওই কেন্দ্রে বিজেপি-র দলীয় কাজিয়া কতটা কাজ করছে? সুখময়বাবুর দাবি, এখানে আমাদের গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব নেই। বিধানসভা ভোটের জন্য সংগঠনকে যতটা সম্ভব ঢেলে সাজার চেষ্টা করেছি। দলে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলতে চাই।" আর শুভাশিসবাবু বলেন, "সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবং এলাকার চারটি বিধানসভা আসনে জয়ের পথ নিশ্চিত করার জন্য আরও উদ্যমী ও সংগ্রামী নেতাকে জেলা সভাপতি করা হয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।"

মুখে যাই দাবি করুন সুখময়বাবু, দহে চোরাশক্রর সংখ্যা যথেষ্ঠ। ঝাড়গ্রাম আসনে তাঁর প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী যথেষ্ঠ ভোট পাবেন। এঁরা দু'জন হলেন সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া সাঁওতালি ছায়াছবির তারকা বীরবাহা হাঁসদা এবং সিপিএম-এর লড়াকু নেত্রী মধুজা সেনরায়। শেষ হাসি কে হাসলেন, তা দেখতে অপেক্ষায় থাকতে হবে ২ মে পর্যন্ত। ঝাড়গ্রামে ভোট প্রথম পর্যায়ে, ২৭ মার্চ।

ভারতে ৫৯-হাজার ছাড়াল দৈনিক সংক্রমণ, করোনায় মৃত্যুও বাড়ছেই

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের আগ্রাসন বেড়েই চলেছে। গত কয়েকদিন ধরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে ভারতে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুও। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল শুক্রবারও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯,১১৮ জন। ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ২৫৭। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৪.২১-লক্ষের (৩.৫৫) গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩২,৯৮৭ জন করোনা-রোগী। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১২,৬৪,৬৩৭ জন করোনা-রোগী (৯৫.০৯ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে ৫৯,১১৮ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,১৮,৪৬,৬৫২-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৫৭ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬০,৯৪৯ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২১ হাজার ০৬৬ জন (৩.৫৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ২৫,৮৭৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ০৪ হাজার ৪৪০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২৩,৫৮,৭৩১ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ভারত বনধে ভালো প্রভাব পঞ্জাবে, আম্বালা অমৃতসরে রেল অবরোধে ভোগান্তি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশের অন্নদাতাদের আন্দোলন চলছেই। দেখতে দেখতে কৃষকদের আন্দোলন চার-মাস হয়ে গেল, এখনও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে "ভারত বনধ" পালন করল সংযুক্ত কিসান মোর্চা। ভারত বনধে মৃদু প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। পঞ্জাব ও হরিয়ানার সবথেকে বেশি ভারত বনধ-এর প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। পঞ্জাবের অমৃতসরে রেল অবরোধ করেছেন আন্দোলনরত কৃষকরা। আবার হরিয়ানার আম্বালায় জিটি রোড অবরুদ্ধ করার পাশাপাশি শাহপুরের কাছে রেললাইনে বসে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারীরা।

শুক্রবার সকাল ছ"টা থেকে শুরু হার "ভারত বনধ"। এদিন সকালে গাজীপুর সীমানা (দিল্লি-উত্তর প্রদেশ), সিংঘু সীমানায় রাস্তা অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। রাস্তা অবরুদ্ধে করে গাজীপুর সীমানায় রাস্তার উপর বসে পড়েন কৃষকরা। কৃষকদের সমর্থন জানিয়ে পঞ্জাবে "ভারত বনধ"-এর সমর্থন জানান দুধ এবং সব্জি বিক্রেতারা, ফলে দুধ এবং সব্জি সরবরাহ এদিন বিঘ্নিত হয়েছে। আইনজীবীরাও কৃষকদের সমর্থন জানিয়েছেন। পঞ্জাবে এদিন রাস্তায় দেখা মেলেনি বেসরকারি বাসের। ভাটিন্ডা-চন্ডীগড় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। জিরাকপুরে ম্যাকডোনাল্ড পয়েন্টে অবরুদ্ধ করা হয় চন্ডীগড়-আম্বালা সড়ক। আম্বালায় রেল অবরোধের কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে নিউদিল্লি-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

প্রাতঃরাশে চাই ঝটপট পাউরুটি আজই ঘরে আনুন ব্রেড মেশিন

বদলেছে দুনিয়া। আর এই নগরায়ণের জেরে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল। ব্যস্ত কর্মজীবনে ৮টা ৫টা'র ডিউটি সামাল দিতে গিয়ে হেঁশেল ঠেলা এখন মাথায় উঠেছে। কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই আমাদের ঘর থেকে বাইরে যেতে হয়। কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যস্ততা।

ব্যস্ততার কারণে ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে আমাদের রান্নার কাজ সারতে হিমশিম খেতে হয়। তাই অনেকে পুরো সপ্তাহের রান্না একবারে করে ফ্রিজে রাখেন। পরে তা গরম করে খেয়ে থাকেন। আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে এখন ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট যেন বিলাসিতা। তবে এগুলি সময় বাঁচাতে যে নেহাত মন্দ নয় তা এক বাক্যে মানছেন সকলেই।

শুধু তাই নয়, যে কোনও ধরনের ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট বিশেষ করে রান্নার সামগ্রী আজকের যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে যেন ক্রমশ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। তব সবকিছুরই সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। নয়তো হিতে বিপরীত হতে কতক্ষন?

যেহেতু যুগ বদলেছে সেহেতু আজকের দিনে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে ছুটে চলেছেন নারীরাও। তবে তাঁদের ঘরও সামলাতে হচ্ছে। মানুষ করতে হচ্ছে সন্তানকে। ম্যানেজ করতে হচ্ছে অফিসের বসকে। সময়ের মধ্যে রেডি করতে হচ্ছে কাজের প্রোজেক্ট। আর এতকিছু সামলে রান্না করা ভীষণ রকমের এক ঝক্কির কাজ। কিন্তু পেট তো আর সেসব কথা শুনবে না ফলে রান্না আপনাকে করতেই হবে।

তবে সময় বাঁচিয়ে ঝটপট রান্না করতে চাইলে আপনি চোখ বুজে ভরসা করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপারপাস ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেটের উপর। এগুলি যেমন বাঁচাবে আপনার সময় তেমনই বাড়তি বাসন পত্রের ব্যবহার কমিয়ে রান্নাঘরকেও পরিস্কার রাখতে সাহায্য করবে।

শুধু তাই নয়, বাড়িতে হঠাৎ করে কেউ আসলে তাঁকে কিছু বানিয়ে খাওয়াতে চাইলে সময় বাঁচাতে আপনি ভরসা রাখতে পারেন ব্রেড মেশিনের উপর। বর্তমান বাজারে এই ইলেক্ট্রিক ব্রেড মেশিন গুলির জনপ্রিয়তা বেশ বাড়ছে।

সকালের প্রাতঃরাশে পাঁউরুটি রাখতে চাইলে কোনও রকম ঝামেলা ছাড়াই চটজলদি আপনার থালায় গরমাগরম খাবার হাজির করতে চাইলে বেছে নিতে পারেন বিভিন্ন ধরনর ব্রেড মেশিন গুলি। ফলে কর্মজীবি মানুষ হোক বা গৃহবধূ সময় বাঁচাতে এই ধরনের মেশিন গুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। পকেট ফ্রেন্ডলি বাজেটেই কিনে ফেলা যায় এই জিনিস গুলি। তবে আর দেরি কেন? আজই নিয়ে আসুন আপনার ঘরে ব্রেড মেশিন।

কুমড়ো দিয়ে ডিমের ঝোল গরম পাতে থাকুক রাতে

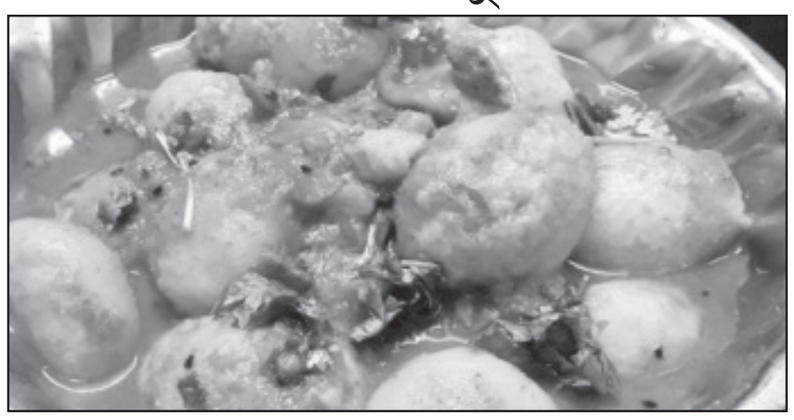

শুনেই নাক সিঁটকোলেন তো? কিন্তু আগে কি চেখে দেখেছেন কখনো? মিষ্টি কুমড়ো খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। ছোট-বড় সবার পছন্দের তালিকায় থাকে সুস্বাদু এই সবজিটি। আবার ডিমও একটি সহজলভ্য পুষ্টিকর খাবার। গরম গরম মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে ডিম লুচি বা পরোটার সঙ্গে দুর্দান্ত লাগে খেতে। তাই এই উইকেন্ডেই এমন পদ বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিন পরিবারের চোখে।

উপকরণ: কুমড়ো ১৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি একটি, কাঁচা লঙ্কা কুচি দুইটি, টমেটো কুচি একটি, লবণ স্বাদ মতো, হলুদ এক চামচ, চিনি স্বাদ মতো, ডিম পাঁচটি, সর্ষের তেল দুই চামচ।

আরো পোস্ট- ফোন নয়, রাতে পাশে থাকুক এক টুকরো লেবু

প্রণালী: প্রথমে কুমড়োটিকে কেটে সিদ্ধ করে নিন। ঠাণ্ডা হলে ভালো করে চটকে মিশিয়ে নিন। এবার কড়াইতে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি ভেজে বাকি সব উপকরণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। তেল ছেড়ে এলে কুমড়ো সিদ্ধ দিয়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে রাখুন। এবার ডিম সিদ্ধ করে ফ্রাই প্যানে লাল করে ভেজে নিন। ভাজা ডিমের উপর মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। সেটি ভাজা ভাজা হলে নামিয়ে গরম অবস্থায় পরিবেশন করুন ভাত বা রুটির সঙ্গে। দুপুরের খাবারে বা রাতের ডিনারে বেশ জমবে এই পদটি। এবার আসা যাক কুমড়োর পুষ্টিগুণে। মিষ্টি কুমড়োয় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ যা আমাদের চোখের কর্নিয়াকে সুরক্ষিত রাখতে সহায়তা করে। শীতকালে সর্দি-কাশি, ঠাণ্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এতে থাকা ভিটামিন সি। পুষ্টি ও ফাইবারে ভরপুর কুমড়ো খেলে দেহের হজম শক্তি বেড়ে যায়। কিউকুরবিটিন নামক এমন এক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যা চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এছাড়া ভিটামিন সি পাওয়া যায় কুমড়োর বীজে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়ক। এতে ক্যালোরির পরিমাণ অনেক কম। কিন্তু এতে প্রচুর পরিমানে ফাইবার ও পটাশিয়াম আছে। এই ফাইবার আমাদের দেহের ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে আবার কুমড়ো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ মিষ্টি কুমড়ো খাওয়া উচিত ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্যে। এছাড়া এতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোলেস্টেরল কম রাখতে সাহায্য করে।

স্বাদে নয়, পরিবেশনেই খাবারকে করে তুলুন অতুলনীয়

কথায় আছে "আগে দ্যাখনদারি"। অর্থাৎ পরিবেশনটাই আসল। যে কোনো কাজকে আমরা কীভাবে উপস্থাপিত করছি সেটা খুবই জরুরি। কারণ তাতেই সেটার প্রতি আমাদের উৎসাহ আর আগ্রহ জাগে। আবার পরিবেশন বা সাজানো-গোছানো ভালো না হলে সব কিছুই ফ্যাকাশে লাগে। তাই এই দিকটি যে কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রান্নার ক্ষেত্রে আমাদের সুন্দরভাবে সাজানো রেসিপি দেখতে যতটা ভালো লাগে, স্বাদে-গুণে পরিপূর্ণ অথচ পরিবেশন খারাপ এমন খাবার দেখতে ততটা ভালো লাগে না। তাই গার্নিশিং খুবই জরুরি। এতে বাড়ির সাধারণ রান্নাও দেখে মনে হয় শেফের হাতের ছোঁয়া রয়েছে।

১. সবার আগে দেখুন যে পাত্রে রাখবেন সেটি সুন্দর কিনা। খাবারের যা রঙ তার সঙ্গে মিল থাকতে হবে। প্লেন এক রঙের প্লেট বা পাত্র হলে বেশি ভালো। কারণ তাতে যে কোনো রান্নাই শোভা পাবে। নানা আকৃতির ও আয়তনের পাত্র পাওয়া যায় আজকাল। মূলতঃ গোলাকার পাত্রে রাখলে যে কোনো খাবার দেখতে ইন্টারেস্টিং লাগে।

২. এমন পাত্র বাছবেন না যেখানে খাবার পাত্রের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। তা দেখতে ভালো লাগে না। আবার খুব বড়ো পাত্রে অল্প খাবার দেখতে মানায় না। সঠিক আকারের পাত্র নিতে ভুলবেন না। কাঁচের পাত্রও নিতে পারেন।

৩. প্লেটের ধারগুলিতে যেন ঝোল বা মশলা না লেগে থাকে। খাবার প্লেটের একদম মাঝ বরাবর বসাবেন।

আরো পোস্ট- যে কোনো সময়ে স্টাইলিশ লুক, ওয়ার্ডরোবে থাকুক এগুলি

৪. একসঙ্গে অনেকটা খাবার তুলবেন না। ঝোল বা গ্রেভি থাকলে অল্প অল্প করে নিয়ে পাত্রে রাখুন। সাজানোর জন্যে অল্প নিতে পারেন। পরে চাহিদামতো খাবার তুলুন।

৫. প্লেটে ঢালতে গিয়ে যদি খাবারের অংশ বা ঝোল বাইরে পড়ে যায় তাহলে সেটা সুন্দর করে পরিষ্কার করুন। পরিষ্কার ঝকঝকে টেবিল না হলে খেতে বসতে কার ইচ্ছে করে? ৬. একটি ডিশ বানাতে যা যা উপকরণ দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে একটা উপকরণ দিয়ে সাজান খাবারটি। তারপর সেটিকে টেবিলে রাখুন। প্লেটের সঙ্গে মানিয়ে গ্লাসও রাখবেন।

৭. কিছু খাবার একেবারে গরম পরিবেশনই ভালো লাগে। তাই সেগুলোকে ঠান্ডা করে পরিবেশন করবেন না।

ডিম পচা না ভালো, চিনতে সময় লাগবে ঠিক ২ মিনিট

ডিমে প্রচুর প্রোটিন থাকার কারণে একে 'প্রোটিনের রাজা' বলা হয়। ডিম আসলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। শীতে এটি আমাদের শরীরকে উষ্ণ রাখার পাশাপাশি প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করে। তবে আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন ডিম খাওয়ার আগে কীভাবে পরীক্ষা করবেন? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, নিম্নমানের ডিম আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আসলে বাইরে থেকে ভালো অবস্থা দেখে লোকেরা ডিম কিনে নেয়। কিন্তু যখন এটি রান্না করতে বা সেদ্ধ করতে যাওয়া হয়, তবে এর আসল গুণ সম্পর্কে জানা যায়। ধ্বওদ্রন্তজ্জদ্রস্থথ ডিমের গুণমান পরীক্ষা করতে অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও আপলোড করেছে। এটি দেখে মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে ডিমের গুণগান পরীক্ষা করা যেতে পারে। ভিডিও জানাচ্ছে, এক গ্লাসে জল নিন। মনে রাখতে হবে গ্লাসটির জল যেন অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা বেশি ভর্তি হয়। এর পরে একটি ডিম নিয়ে জলে রাখতে হবে। জলে ডুবিয়ে দেওয়ার পর ৩ টি অবস্থা দেখা যেতে পারে। প্রথমে ডিমটি যদি জলের একেবারে নীচে চলে যায় তবে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে ডিমটি ভালো। তবে যদি তা না হয় তবে ডিম খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্যদিকে ডিমটি যদি জলের নীচে গিয়ে উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে এর অর্থ হ'ল ডিমটি অনেক পুরানো এবং এটি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। আর যদি দেখা যায় ডিম জলের ওপরে ভাসছে বা উপরে আসছে তবে ডিম পচা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পচা ডিম না খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নমানের ডিম সালমোনেলা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সালমোনেলা এমন এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া যা খাদ্য বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। অন্যদিকে একটি সুস্থ ডিম প্রোটিন পরিপূর্ণ হয়। কাঁচা ডিম খেলে রক্তস্বল্পতার সমস্যা দূর হয় এবং এটি মস্তিষ্ককেও উদ্দীপিত করে। তাঈ ডিম খাওয়ার আগে তার গুণমান পরীক্ষা করা আবশ্যক।

মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাওয়া রান্না কি স্বাস্থ্যকর? চাঞ্চল্যকর তথ্য গবেষকদের

বদলেছে দুনিয়া। আর এই নগরায়ণের জেরে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে আমাদের লাইফ স্টাইল। ব্যস্ত কর্মজীবনে ৮টা ৫টা'র ডিউটি সামাল দিতে গিয়ে হেঁশেল ঠেলা এখন মাথায় উঠেছে। কাজের প্রয়োজনে প্রতিদিনই আমাদের ঘর থেকে বাইরে যেতে হয়। কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যস্ততা।

ব্যস্ততার কারণে ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোতে আমাদের রান্নার কাজ সারতে হিমশিম খেতে হয়। তাই অনেকে পুরো সপ্তাহের রান্না একবারে করে ফ্রিজে রাখেন। পরে তা ওভেন দিয়ে গরম করে খেয়ে থাকেন। আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে এখন ইলেকট্রনিকস গ্যাজেট যেন বিলাসিতা।

আর এই বিলাসিতা দেখাতে গিয়ে আপনি নিজের বিপদ ডেকে আনছেন না তো? আপনি হয়তো ব্যস্ততা কারণে এমনটি করছে। শিশু থেকে বৃদ্ধ, পরিবারের সবাই খাচ্ছেন মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করা খাবার। কিন্তু এই অভ্যাস ক্যানসার ডেকে আনতে পারে এমনটাই দাবি করছেন চিকিৎসকরা। সাধারণ শাকসবজি, ফলমূল কাটার পর এমনিতেই অনেকটা ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও সবজি জল দিয়ে ভালোকরে ধুয়ে ফুটিয়ে রান্ন করে খেলে তারমধ্যে আর কোনও পুষ্টিগুনই অবশিষ্ট থাকে না। তার উপর আপনি যদি একদিন রান্না করে খাবার ফ্রিজে রেখে ঘনঘন মাইক্রোওভেনে গরম করে খান তাহলে আপনার এই অভ্যাস অজান্তেই অনেক বিপদ ডেকে আনবে আপনার শরীরে।

সম্প্রতি একটি গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন যে, মাইক্রোওয়েভে গরম করা খাবারে ভিটামিন বি১২ ক্রমে অকার্যকর হয়ে পড়ে। খাবার গরমের সময় এটি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভিটামিন বি১২ নষ্ট করে দেয়। এছাড়া দুধ ও মাংসজাতীয় খাবারে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি১২ থাকে। তাই এসব খাবার যদি মাইক্রোওয়েভে গরম করা হয় তবে তার খাদ্যগুণ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করার পর কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক তৈরি হয়। যেমন বেঞ্জিন, জাইলিন। এগুলি খাবারের সঙ্গে মিশে গেলে শরীরে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সে খাবার গরম করে খেলে তা থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত হয়।এর ফলে হতে পারে ক্যানসার। তাই মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম না করাই ভালো। শুধু তাই নয়, হৃদস্পন্দনের গতিরও তারতম্য ঘটে মাইক্রোওয়েভ থেকে নির্গত রেডিয়েশনের কারণে। যারফলে মাইক্রোওয়েভে ডিম, দুধ, মাংস, মাশরুমজাতীয় খাবার গরম করে খাওয়া সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে এতকিছুর পরেও মাইক্রোওয়েভে রান্নার বিষয়ে একেবারে নিষেধাজ্ঞা করছেন না বিশেষজ্ঞরা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ কয়েকটি কারণসমূহ

সারাদেশে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতকরণে নানা প্রতিবন্ধকতাসহ্ববিশেষ কিছু কারণে দেশে মাণরঘাতী এ ভাইরাসের সংক্রমণ গত দুই সপ্তাহ ধরে উচ্চহারে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের আশঙ্কা, এসব সংকট দ্রুত কাটিয়ে উঠতে না পারলে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, ইতালি ও যুক্তরাজ্যের মতো বাংলাদেশেশও করোনার প্রকোপ ভয়াবহ রূপ নেবে। যা দেশের নাজুক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সামাল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই এ পরিস্থিতি সৃষ্টির আগেই যে কোনোভাবে এর লাগাম টেনে ধরা জরুরি বলে সতর্ক করেন বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা জানান, লকডাউন ও ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং টেস্টের পরিধি বাড়াতে না পারার বাইরে আরও ৫টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে সেগুলি হচ্ছে চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টদের পার্সোনা প্রটেকশন ইকুয়ইপমেন্ট সংকট এবং এর মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকা, রোগীর তথ্য গোপনের প্রবণতা, করোনার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর এ সংশ্লিষ্ট সতর্কতা মেনে চলার ক্ষেত্রে অনীহা, করোনা আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা নিয়ে ভোগান্তি এবং সর্বোপরি জীবন ধারনের জন্য ন্যূনতম খাদ্য যোগানের অনিশ্চয়তা। গুরুত্বপূর্ণ এ ৮টি সংকটের সাময়িক ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ছাড়া করোনার সংক্রমণের লাফিয়ে বাড়া ঠেকানো দুষ্কর হবে বলে মন্তব্য করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। দেশের করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানানা, করোনা হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের অন্তত চারটি ক্লাস্টার এলাকা নিয়ন্ত্রণে এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে নানামুখী পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সামান্য অংশও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ক্লাস্টার এলাকা থেকে যাতে কেউ পালিয়ে ভিন্ন এলাকায় যেতে না পারে এর জন্য পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েন, প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও এসব পরিকল্পনার ছক নথিতেই গন্ডিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অথচ ক্লাস্টার এলাকা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস আকারে ছড়িয়ে পড়বে বলে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা সরকারকে বারবার সতর্ক করেছে। দ্রুত এ উদ্যোগ না নেওয়া হলে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি করা হয়েছে। আই ই ডি সি আরের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণেই মূলত গত কয়েরদিনে করোনা সংক্রমণ উচ্চহারে বাড়ছে। এদিকে করোনা ভাইরাসে মহামারি প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা বাড়ানোার ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিলেও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা সরঞ্জাম ও দক্ষ জনবল সংকটের কারণে বাংলাদেশে তা সম্ভব হয়নি। ফলে করোনায় আক্রান্ত অনেকে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেরিয়ে একাদিক সুস্থ মানুষের মাঝে এ ভাইরাস ছড়িয়েছে। করোনা ভাইরাস মোকাবেলার সবচেয়ে বেশি কার্যকর কৌশল হতে পারে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত করে দ্রুত তাদের আইসোলেট করা।

মদ্যপান বাড়াতে পারে সংক্রমণের ঝুঁকি

করোনা আতঙ্কের আবহে একাদিক ভ্রান্ত ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেমন, মাঝে শোনা গিয়েছিল মদ খেলে বা গায়ে ভাল করে মদ ছিটিয়ে নিয়ে করোনা সংক্রমণের ভয় আর থাকে না। ব্যস, মদ কেনার হিড়িক লেগে গেলে চতুর্দিকে। কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট জানিয়ে জানিয়ে দেয়, অ্যালকোহল সেবনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই ভাইরাস একবার শরীরে প্রবেশস করার পর মদ্যপান করে বা গায়ে মদ ছিটিয়ে কোনও ফল হবে না। শুধু তাই নয়, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মদ্যপান কোনওভাবেই সহায়ক নয়। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সসংস্থা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, লকডাউনে মদ্যপানে লাগাম টানা উচিত সমস্ত প্রশাসনেরই। প্রয়োজনে কড়া পদক্ষেপ নিক সব দেশের প্রশাসন। লকডাউনের সময় মদ্যপানের ফলে কমতে পারে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। বিঘ্নিত হতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যও। তাই এই সময় মদ্যপান থেকে বিরত থাকাই উচিত বলে জানিয়েছে বিশিষ্ট টেস্ট স্পেশালিস্ট ড. অনির্বাণ সরকার জানান, মদ্যপানের ফরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমার পাশাপাশি ফুসফুসের পেশির ক্রিয়া স্লথ হয়ে যায়। ফলে শরীর তার পর্যাপ্ত অক্সিজেন পায় না। যাদের শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির সমস্যা রয়েছে, মদ্যপানের ফল তাঁদের ক্ষেত্রে মারাত্মক হতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ড. অরিন্দম বিশ্বাস জানান, লকডাউনে চাপ কমাতে গিয়ে মদ্যপান করলে শরীর ও মনে সাময়িক ভাললাগা, ঝড়ঝড়ে ভাব বোধ করলেও এর ফলে শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায় বা শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হয়। এর পাশাপাশি কিডনি বা লিভারে র সমস্যা দেখা দিতে পারে। সুগার বা কোলেস্টরলের মাত্রাতেও অস্বাভাবিক পরিবর্তন আসতে পারে, যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে অ্যালকোহল রিসার্চ জানান, এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অতিরিক্ত মদ্যপানে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ফুসফুসে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বাসি রুটি ফেলবেন না, বানান রুটির পায়েস থেকে রোটি চটপটা

আগের দিনের বেঁচে যাওয়া রুটি খেতে চান না অনেকেই। হয় কুকুর বা পাখিকে দিয়ে দেন, নয়তো ফেলে দেন। কিন্তু জানেন কি এই বাসি রুটি দিয়ে দারুণ সুস্বাদু কিছু রেসিপি তৈরি করা যায়, তাও খুব সহজে। এরকমই তিনটি রেসিপি রইল এই প্রতিবেদনে।

রুটির পায়েস- চালের পায়েস বা সিমুইয়ের পায়েস এখন পুরোনো।। বাসি রুটি দিয়ে খুব সুন্দর পায়েস বানানো যায়, জানেন কি? বাড়িতে বাসি রুটি আর দুধ থাকলেই নিমেষে বানিয়ে ফেলা যায় এই রুটির পায়েস। বানানোর প্রক্রিয়াটি হল প্রথমে একটা পাত্রে রুটিটা ছোট ছোট টুকরো করে ছিঁড়ে, ফ্রাই প্যানে ঘি গরম করে তার মধ্যে রুটির টুকরো গুলো মুচমুচে করে ভেজে নিতে হবে।

অন্য একটা পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিতে হবে। ঐ দুধের মধ্যে তেজ পাতা ও এলাচ দিয়ে দিতে হবে। দুধটা বেশ ঘন হয়ে গেলে তার মধ্যে চিনি মিশিয়ে দিতে হবে। কিছু পরে আগে থেকে ভেজে রাখা রুটির টুকরো দিয়ে ভাল করে নেড়ে দিতে হবে যাতে তলায় লেগে না যায়। রুটি গুলো ভিজে রাবরির মতো হলে এবং দুধটা ক্ষীরের মতো হলে নামিয়ে নিতে হবে আঁচ থেকে। উপরে শুকনো নানারকম বাদামকুচি দিয়ে গরম বা ঠান্ডা পরিবেশন করতে হবে। এভাবে তৈরী হয়ে গেল বাসি রুটির পায়েস।

রোটি চটপটা- ছোট ছোট চৌকো করে রুটিগুলিকে ছিঁড়ে নিতে হবে। একটা ফ্রাই প্যানে মাখন গরম করে ভেজে নিন ওই টুকরো গুলো। যেন বেশ মুচমুচে হয়। আরেকটা সসপ্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি ভাল করে ভাজতে হবে। এর মধ্যে আদা রসুন বাটা, টমেটো কুচি, একটু অন্য সবজি যেমন গাজর, ফুলকপি, ক্যাপসিকাম কুচি করে দিয়ে দিতে হবে। ভাজতে হতে ভালো করে। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে ওই চৌকো করে ভাজা রুটির টুকরো গুলো এর মধ্যে দিয়ে নেড়ে নিন। ভালো করে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। গ্যাস অফ করে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ক্রিসপি রুটি কাটলেট- রুটি গুড়ো গুড়ো করে নিতে হবে। এরপর সেদ্ধ আলু মেখে নিন ভালো করে। একটা বাটিতে রুটির গুড়ো, সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, ময়দা, কনফ্লেক্স, নুন, জিরেগুঁড়ো, লেবুর রস, পনির দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে। মিশ্রন থেকে কিছুটা করে নিয়ে কাটলেট এর মতন গড়ে নিতে হবে। ময়দা জল ও নুন দিয়ে গুলে নিতে হবে। কাটলেটগুলি ময়দার ব্যাটারে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ছাঁকা তেলে কম আঁচে দুই পিঠ ভেজে নিতে হবে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এডিসি নির্বাচন উপলক্ষ্যে ইস্তেহার প্রকাশ করেন। ছবি ঃ নিজস্ব

ঢাকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অফ অনার, মোদী-হাসিনা কুশল বিনিময়

ঢাকা, ২৬ মার্চ (হি.স.): বাংলাদেশের জাতীয় দিবস এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মশতবর্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা পৌঁছলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সকালেই দিল্লি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন মোদী, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে যান ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরে মোদীকে স্বাগত জানাতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মোদী বিমান থেকে নেমে বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করা মাত্রই তাঁকে স্বাগত জানান হাসিনা। বিমানবন্দরে মোদীকে গার্ড অফ অনারে সম্মান জানানো হয়। দেওয়া হয় লাল গালিচা। বিমানবন্দরে দুই প্রধানমন্ত্রী কুশল বিনিময়ও করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দর থেকে মোদী চলে যান সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে। ১১.৩৫ মিনিটে স্মৃতিসৌধে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি শ্রদ্ধা জানাতে যাবেন টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতেও। ৫১ শক্তিপীঠের একটি যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরেও পুজো দেবেন মোদী। করোনা-পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এটাই প্রথম বাংলাদেশ সফর। ২০১৫ সালের ৬-৭ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার ঢাকা সফর এসেছিলেন, এবার তিনি দ্বিতীয় দফায় ঢাকা সফরে আসলেন।

ভারত-বাংলাদেশকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে : মোদি

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৬।। সহজেই লয পৌছানোর জন্য ভারত-বাংলাদেশকে একসঙ্গে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার মুজিব শতবর্ষ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'ভারত ও বাংলাদেশকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমরা সহজেই ল্য পৌঁছাতে পারব। আমাদের এমন সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, যা কোনোভাবেই ভাঙবে না। কোনো কূটনীতির চালের শিকার হবে না।' ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, একাত্তরে বাংলাদেশের পে দাঁড়িয়ে ভারতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে নিজেও গ্রেফতার হয়েছি।

মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে এ সময় তিনি বাংলায় বলেন, একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা আমরা তোমাদের ভুলবো না, ভুলবো না। এ সময় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাংশও বাংলায় তুলে ধরেন। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের চুম্বক অংশও বাংলায় তুলে ধরেন নরেন্দ্র মোদি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠান আয়োজনের মুখ্য সমন্বয়ক কবি কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি মোদির

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৬।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন। শুক্রবার দুপুরে হোটেল সোনারগাঁওয়ে তিনি এ সাাৎ করেন।

সৌজন্য সাাৎ শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পাশাপাশি উন্নয়ন-অগ্রযাত্রার সব ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে সব সময় থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এছাড়াও ভারতের প্রতিশ্রুত ৩ কোটি করোনার ভ্যাকসিন নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশ পাবে, সে কথাও জানিয়েছেন তিনি।

তিনি আরো জানান, আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশ-ভারত রাষ্ট্র পর্যায়ের নেতৃত্ব সোনালি অধ্যায়ে পৌঁছাতে চায় বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মোদি। এর আগে, শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে নরেন্দ্র মোদিকে বহনকারী একটি বিমান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম প্রমুখ।

বাঁকুড়ার কোতুলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে বিস্ফোরণে জখম ৪

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি স) : ভোট শুরুর প্রায় প্রাক্কালে, শুক্রবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণ হয়। জেরে ৪ জন জখম হয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কর্মী বলে প্রাথমিক ধারণা পুলিশের। এতে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আহতদের ভরতি করা হয়েছে আরামবাগ হাসপাতালে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জয়পুরের মুরারিগঞ্জে তৃণমূল পার্টি অফিসে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকাই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। পার্টি অফিসে থাকা কর্মীরা জখম হন। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল কার্যালয়ের ভিতরেই বোমা মজুত ছিল। তা ফেটেই এত বড় দুর্ঘটনা। জয়পুরে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক মানিক রায়ের অভিযোগ, তৃণমূল পার্টি অফিসের মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভোটের আগে এখানকার পরিস্থিতি ঠিক কেমন। আবার তৃণমূল নেতৃত্বের পালটা দাবি, কার্যালয়ে কয়েকজন মিলে কাজ করার সময়ে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের উপর বোমাবাজি করেছে। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

এবারে বঙ্গের ভোটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের কাছে কার্যত চ্যালেঞ্জ। তাই ভোটের অনেক আগে থেকেই স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নানা জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমাবাজির মতো ঘটনা ঘটছে। শুক্রবার বাঁকুড়ায় তৃণমূলের কার্যালয়ের ভিতরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা অন্য মাত্রা দিচ্ছে। তবে কি শাসকদলের কার্যালয়েই বোমা বাঁধার সময় এই বিপত্তি? ভোটের আগে কি শাসকদলের সদস্যরাই এ ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত? এসব প্রশ্ন উঠছেই বিরোধীদের তরফে।

বঙ্গবন্ধুর গান্ধী শান্তি পুরস্কার নিলেন শেখ রেহানা

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ২৬।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ভারত সরকারের দেয়া গান্ধী শান্তি পুরস্কার তার ছোট মেয়ে শেখ রেহানার হাতে তুলে দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শুক্রবার জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বড় বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্র মোদির হাত থেকে পুরস্কার নেন তিনি।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদি বলেন, এটা ভারতের জন্যও গর্বের আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গান্ধী শান্তি পুরস্কার দিতে পেরেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ২০২০ সালের গান্ধী শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়েছে। গান্ধী শান্তি পুরস্কারের বিচারকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন মোদি।

তার সফরের আগে গান্ধী পুরস্কারের জন্য বঙ্গবন্ধুর নাম ঘোষণার বিষয়টিকে দুই দেশের বন্ধুত্বের একটি নিদর্শন হিসেবে দেখছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, মহাত্মা গান্ধী যে অহিংসার পথ দেখিয়ে গেছেন, একই ধরনের পথে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরে অসামান্য অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে এ পুরস্কার জন্য মনোনীত করেছে ভারত সরকার। প্রসঙ্গত, গান্ধীর অহিংস নীতি পালন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনে অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়। গান্ধী পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ কোটি রুপি; সঙ্গে দেয়া হয় মানপত্র ও ঐতিহ্যপূর্ণ হস্তশিল্প সামগ্রী। এর আগে দণি আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু, তানজানিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নায়ার গান্ধী শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন।

স্বপ্নের শহরের প্রাণ ফেরানোয় মুল লক্ষ্য, প্রচার শুরু দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি প্রার্থী দীপ্তাংশু চৌধুরীর

দুর্গাপুর, ২৬ মার্চ (হি. স.) : 'জন্মলগ্ন থেকে সংস্কার হয়নি দামোদরের পলি। কমছে জলধারন ক্ষমতা। তার ওপর বার বার ভেঙে পড়ছে লকগেট। জলসঙ্কটে নাকাল হয়ে ওঠে শহরবাসী। নির্বাচনে জিতে প্রথম কাজ হবে শিল্পাঞ্চলের জল সঙ্কট দূর করা।' কাঁকসায় শহিদ হওয়া দলিয় কর্মীর মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়ে প্রচার শুরু করলেন দুর্গাপুর পুর্বের বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। আর প্রচারে নেমেই সংকল্প নিলেন বিজেপির দুর্গাপুর পূর্বের প্রার্থী দীপ্তাংশু।

দুর্গাপুর পুর্ব আসনটি দুর্গাপুর পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডের সঙ্গে কাঁকসার আমলাজোড়া, মলানদীঘি, গোপালপুর পঞ্চায়েত রয়েছে। শহরের পাশাপাশি কিছুটা কাঁকসার কৃষি ও জঙ্গলমহল রয়েছে। তাই শিল্প ও কৃষি দুই বিরাজমান। এবারে আসনটিতে মুলত ত্রিমুখী লড়াই। গত বিধানসভা নির্বাচনে আসনটি সিপিএম-কংগ্রেস জোটের দখলে ছিল। দুর্গাপুর পুর্বে এবারে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী আভাস রায়চৌধুরী। এবং তৃণমূলের প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার। তিনি রাজ্য সরকারের কৃষি উপদেষ্টা ছিলেন। আবার বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। তিনি আসানসোলের বাসিন্দা হলেও কলকাতায় পড়াশোনা। তারপর ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে সামরিক বাহিনীর অফিসার চাকরীতে যোগ। ২৪ বছর কর্মজীবনে ২০১৫ সালে কার্গিল যুদ্ধে সামিল হন। সেনাবাহিনীর চাকরী থেকে সেচ্ছাবসর নিয়ে বিজেপির হাত ধরে রাজনীতিতে যোগ। ২০১৬ সালে বিজেপির হাত ধরে রাজনৈতিক হাতখড়ি। ওই বছরে আসানসোল দক্ষিনে বিজেপির প্রার্থী হন। ৫৩ হাজার ভোট পান। ১৯৯৭ সালে হরিদ্বার থেকে কলকাতা নৌকা বাইচ করে লিমকা রেকর্ড বুকে নাম তোলেন। এছাড়াও বাইচ প্রতিযোগিতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক পুরস্কার জিতেছেন। পরবর্তীকালে দলবদলে তৃণমূলে যোগ দেন। এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও দক্ষিনবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান ছিলেন। দক্ষতার সঙ্গে এসবিএসটিসিকে ঢেলে সাজান। মাস দুয়েক আগে পুনরায় বিজেপিতে ফিরে আসেন।

বিধানসভা নির্বাচনে দূর্গাপুর পূর্ব আসনে প্রার্থী করেছে বিজেপি। প্রার্থী ঘোষনা হতেই জনসম্পর্কে নেমে পড়েন। যদিও এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান থাকাকালীন বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্লাবের সঙ্গে জনসংযোগ তৈরী হয়েছিল। তখন থেকেই দুর্গাপুরে সেইলের ডিএসপি আবাসনে থাকতেন। শুক্রবার কাঁকসার রুপগঞ্জ গ্রাম থেকে প্রচার শুরু করেন। প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে রূপগঞ্জের বাসিন্দা, স্থানীয় তৎকালীন বিজেপির বুথ সভাপতি সন্দীপ ঘোষ দুস্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়। ঘটনায় মুল অভিযুক্ত এখনও অধরা। শুক্রবার নিহত সন্দীপের মা-বাবার কাছে যান দীপ্তাংশুবাবু। এবং তাদের আশীর্বাদ নিয়ে কার্যত প্রচার শুরু করেন। এদিন তিনি বলেন,' ক্ষমতায় আসালে সন্দীপ ঘোষের খুনিরা কঠোর শাস্তি পাবে। পাতালে থাকুক আর মর্তে থাকুক, কলার ধরে খুঁজে বের করা হবে।' তিনি আরও বলেন সারা রাজ্যে এরকম ১৩৯ জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছে। আর কোন মায়ের কোল খালি হোকএটা চাই না। রাজ্যে দুর্নীতি মুক্ত সরকার দেব। শান্তি বজায় থাকবে।'

এদিন প্রচারে নেমেই তিনি সংকল্প নিয়ে বলেন,' মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা থাকাকালীন দুর্গাপুর থেকে অনেক আবেদন গেছে শহরের জলসঙ্কট মোকাবিলায়। তখন কোন কারনে ওই কাজ করতে পারিনি। এবার ক্ষমতায় এসে শহরের জলকষ্ট দুর করব।' প্রসঙ্গত, দামোদর নদের তীরে দুর্গাপুর শিল্পশহর। পাঁচের দশকে দামোদরের ওপর ব্যারেজ তৈরী করা হয়। তারপর একের পর এক শিল্পকারখানা গড়ে ওঠে। তারপর থেকে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আধুনিকমানের হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এক কথায় দক্ষিনবঙ্গের স্বপ্নের শহর দুর্গাপুর। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে জলকষ্টে নাজেহাল শিল্পশহর বাসী। গত দুবছরে পর পর দুবার দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট বিপর্যয় হয়। আর তাতেই সীমাহিন জলকষ্ট অনেক শিক্ষা দেয় শহরবাসীকে। লকগেট মেরামতে সপ্তাহখানেকের বেশী জলকষ্ট ভোগেন শহরবাসী। একই সঙ্গে জলসঙ্কটে ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ সহ একাধিক কারখানা বিপাকে পড়ে। হাহাকার দেখা দেয় দুর্গাপুরে পানীয় জলের। সঙ্কট মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের চরম ব্যার্থতার চিত্রটা ফুটে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে সমাজের অগগ্রতির সঙ্গে ব্যারেজের আধুনিকিকরন। একই সঙ্গে শহরে বিকল্প পানীয় জলের ব্যাবস্থা। এবং তার পরিকল্পনার। দীপ্তাংশু বাবু বলেন,' রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার ভুলে ব্যারেজে আধুনিকিকরন ও পলি সংস্কার হয়নি। প্রায় ২ হাজার একরফুট জলধারন ক্ষমতা কমেছে। বিগত ১০ বছর ক্ষমতায় থেকেও দুর্গাপুরে জলকষ্ট সমাধানে ব্যার্থ তৃণমূল। ব্যারেজে জলধারন ক্ষমতা কমে যাওয়ায় শিল্পশহরের পাশাপাশি দুই বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া জেলার চাষীরা সঙ্কটে। সেচ জল পাওয়া ক্রমশ অনিশ্চিয়তায় পড়তে থাকে। তাই জলধারন ক্ষমতা বাড়াতে পলিসংস্কার দরকার।' তিনি বলেন,' ক্ষমতায় আসলে ব্যারেজের পলি সংস্কার হবে। শহরে জলকষ্ট দুর করব।' সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী আভাস রায় চৌধুরী বলেন,' ১০ বছর আগেও শিল্পশহরের বুকে প্রান ছিল। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর নতুন শিল্প হয়নি। ২২ টা কারখানা বন্ধ হয়েছে। ৪৪-৪৫ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছে শিল্পাঞ্চলে। তৃণমূল আর বিজেপি কয়েনের এপিট আর ওপিট। তাই লড়াইটা দুদলের বিরুদ্ধে। নীতির লড়াই। আমরা ক্ষমতায় আসলে বন্ধ কারখানা খুলবে। বেকারদের কর্ম সংস্থান হবে। এটাই লক্ষ্য।' উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বিজেপি দুর্গাপুর পুর্বে পেয়েছিল ২৩৩০২ ভোট, তৃণমূল পেয়েছিল ৭৫০৬৯ ভোট এবং সিপিএম -কংগ্রেস জোট পেয়েছিল ৮৪২০০ টি ভোট। আবার ২০১৯ লেকসভা নির্বাচনের ফলাফলের নিরিখে দুর্গাপুর পুর্ব বিধানসভায় সিপিএম পেয়েছিল ২৮২৯৭ ভোট, তৃণমূল পেয়েছিল ৬৩৮৬৪ ভোট, আবার বিজেপি পেয়েছিল ৯০৪৫৫ ভোট। লোকসভার ফলাফলের নিরিখে যথেষ্ট এগিয়ে থাকায় দুর্গাপুর পূর্ব আসনে জয়ের বিষয়ে এবারও যুযুধন বিজেপি। হিন্দুস্থান সমাচার / জয়দেব

ভারত বনধে ভালো সাড়া পঞ্জাব হরিয়ানায়, চন্ডীগড় স্বাভাবিকই

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশের অন্নদাতাদের আন্দোলন চলছেই। দেখতে দেখতে কৃষকদের আন্দোলন চার-মাস হয়ে গেল, এখনও কোনও সমাধানসূত্র মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে "ভারত বনধ" পালন করল সংযুক্ত কিসান মোর্চা। পঞ্জাব ও হরিয়ানার সবথেকে বেশি "ভারত বনধ"-এর প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। পঞ্জাব ও হরিয়ানায় ট্রেন পরিষেবা বিপর্যস্ত হয়েছে, জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচলও বিঘ্নিত হয়েছে। চন্ডীগড় অবশ্য স্বাভাবিকই ছিল। পঞ্জাবের অমৃতসরে এদিন সকালেই রেল অবরোধ করেছেন আন্দোলনরত কৃষকরা। আবার হরিয়ানার আম্বালায় জিটি রোড অবরুদ্ধ করার পাশাপাশি শাহপুরের কাছে রেললাইনে বসে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারীরা। পঞ্জাবের পাটিয়ালা, লুধিয়ানা, ভাটিন্ডা, মোগা, হোশিয়ারপুর, জলন্ধরে সড়ক ও হাইওয়ে অবরুদ্ধ করা হয়। ট্রাক ইউনিয়নও কৃষকদের "ভারত বনধ"-কে সমর্থন জানিয়েছে।

শুক্রবার সকাল ছ'টা থেকে শুরু হয় "ভারত বনধ"। এদিন সকালে গাজীপুর সীমানা (দিল্লি-উত্তর প্রদেশ), সিংঘু সীমানায় রাস্তা অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। রাস্তা অবরুদ্ধ করে গাজীপুর সীমানায় রাস্তার উপর বসে পড়েন কৃষকরা। কৃষকদের সমর্থন জানিয়ে পঞ্জাবে "ভারত বনধ"-এর সমর্থন জানান দুধ এবং সব্জি বিক্রেতারা, ফলে দুধ এবং সব্জি সরবরাহ এদিন বিঘ্নিত হয়েছে। আইনজীবীরাও কৃষকদের বনধকে সমর্থন জানিয়েছেন। পঞ্জাবে এদিন রাস্তায় দেখা মেলেনি বেসরকারি বাসের। ভাটিন্ডা-চন্ডীগড় জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। জিরাকপুরে ম্যাকডোনাল্ড পয়েন্টে অবরুদ্ধ করা হয় চন্ডীগড়-আম্বালা সড়ক। আম্বালায় রেল অবরোধের কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে নিউদিল্লি-কাটরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। হরিয়ানার নারায়ণগড় এবং মুল্লানাতে বিভিন্ন রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করা হয়। হরিয়ানার রোহতক জেলার লাখান মাজরা শহরে সড়ক অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা।

লাওয়াপোরা সন্ত্রাসী হামলায় ধৃত দুই জঙ্গি মদতদাতা, বাজেয়াপ্ত গাড়ি : আইজিপি

শ্রীনগর, ২৬ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের লাওয়াপোরায় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় দু''জন জঙ্গি মদতদাতাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে হামলায় ব্যবহৃত গাড়ি। শুক্রবার এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। এদিন সকালে লাওয়াপোরায় সন্ত্রাসী হামলায় শহিদ দু''জন সিআরপিএফ জওয়ানকে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়। শহিদ সিআরপিএফ জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানান কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইজিপি জানিয়েছেন, 'লাওয়াপোরা মামলার সমাধান হয়েছে। জঙ্গিদের দু''জন মদতদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।' আইজিপি জানিয়েছেন, হামলার পরই শ্রীনগর পুলিশ এবং বান্দিপোরা পুলিশের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর দু''জন জঙ্গি মদতদাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চিহ্নিত করা হয়েছে হামলাকারী ৩ জন জঙ্গিকে। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের মদতদাতা, লাওয়াপোরা হামলায় সাহায্যকারী মুজাফর আহমেদ মীর এবং জাভাইদ আহমেদ শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হামলায় ব্যবহৃত গাড়ি বাজেয়াপ্ত কত হয়েছে। সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালানো স্থানীয় লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি নাদিম আবরার ভাট ওরফে আবু ব্রার এবং আরও দু''জন জঙ্গি পলাতক। আইজিপি জানিয়েছেন, নাদিম ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার মুজাফরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বৃহস্পতিবারের হামলার আগে ২৪ মার্চ রেকি করেছিল জঙ্গিরা।

শনিবার চালু হচ্ছে ঢাকা-নিউ জলপাইগুড়ি আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ট্রেন

ঢাকা, ২৬ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশের মানুষদের দীর্ঘদিনের আশা এবার পুরণ হতে চলেছে। দীর্ঘদিনের দাবি ছিল উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ি থেকে বাংলাদেশ ঢাকা পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন পরিষেবা চালু হোক। এবার সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। আগামীকাল ২৭ মার্চ থেকে এই যাত্রীবাহী ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে এই ট্রেনের সূচনা করবেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি। দু''দিনের সফরে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন। আগামীকাল শনিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি নিউ জলপাইগুড়ি-ঢাকা আন্তর্জাতিক ট্রেন উদ্বোধন করবেন।

জানা গিয়েছে, ট্রেনটির নাম রাখা হয়েছে মিতালি এক্সপ্রেস। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নামটি নামকরণ করেছেন। ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি সীমান্ত হয়ে ওপার বাংলাদেশের চিলাহাটি রেল স্টেশনে ঢুকবে। এরপর ননস্টপ ট্রেনটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছাবে। ট্রেনটিতে থাকবে মোট আটটি কোচ এরমধ্যে চারটি কেবিন এবং চারটি এসি চেয়ার কার। ট্রেনের কেবিনের ভাড়া ৪৪ ডলার এবং এসি চেয়ার কারের ভাড়া ২২ ডলার ধার্য করা হয়েছে। ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মিতালি এক্সপ্রেস সপ্তাহে দুই দিন চলবে ঢাকা থেকে ছাড়বে সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছাড়বে রবিবার ও বুধবার।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৫৫ বছর পর হলদিবাড়ি চিলাহাটি রেল পথে যাত্রীবাহী ট্রেনের সূচনা হতে চলেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে এই পথে ট্রেন চলত এরপর পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এরপর দুই দেশের শীর্ষ কর্তাদের আলোচনার পর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দু''দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হচ্ছে।

এনআইএ-র তলবে হাজিরা এড়ালেন ছত্রধর

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি স)। জঙ্গলমহলে ভোটের ঠিক আগের দিন শুক্রবার তলব করা হয়েছিল ছত্রধর মাহাতোকে। কলকাতায় এনআইএ"র কার্যালয়ে এদিন তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল দুপুর ৩টের মধ্যে। আর সেই হাজিরা না দিলে যে তিনি গ্রেফতারও হতে পারেন এমনটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু হাজিরা দেননি জঙ্গলমহলের একদার জনসাধারনের কমিটির নেতা। আর তার জেরেই এদিন ছড়িয়েছে ছত্রধর মাহাতোর গ্রেফতারির সম্ভাবনা ঘিরে তীব্র জল্পনা। শনিবারই ভোট জঙ্গলমহলের বুকে। ঠিক তার আগে ছত্রধরকে তলব করায় রাজনৈতিক ভাবে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, জঙ্গলমহলের একাংশে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর ওপর।

গত ২২ অক্টোবর এনআইএ-এর বিশেষ আদালত নির্দেশ দেয়, যেহেতু ঝাড়গ্রাম নিম্ন আদালত এই মামলায় ছত্রধর-সহ অন্য অভিযুক্তদের জামিন মঞ্জুর করেছিল, তাই ছত্রধর মাহাতো এবং বাকি পাঁচ অভিযুক্তের জামিন খারিজের জন্য এনআইএ-কে সেখানেই আবেদন করতে হবে। এরপরই ছত্রধরকে হেফাজতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় তদন্তকারী সংস্থা।

সেই সময় ছত্রধরকে হেফাজতে চেয়ে এনআইএ যে আবেদন করেছিল, তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। পরবর্তীতে আদালতের তরফে জানানো হয়েছিল ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময় অন্তর এনআইএ তলব করতে পারবে ছত্রধরকে। সেই নির্দেশ মেনে শেষ কয়েকদিনে তিনবার জঙ্গলমহলের 'সন্ত্রাসের নায়ক'কে তলব করেছিল এনআইএ। কিন্তু ঢারবার হাজিরা এড়িয়েছেন তিনি। তদন্তকারী সংস্থার তরফে এদিন বেলা তিনটের মধ্যে ছত্রধরকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি সেই ডাক অগঃরাহ্য করেন।

নবজাতক শিশুদের পরিচর্যা নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ মার্চ।। কেন্দ্রীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন নয়াদিল্লি এবং ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার কমিশনের যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নবজাতক ও বাচ্চাদের চিকিৎসা ও সুরক্ষা বিষয়ক রাজ্য স্তরীয় এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন নিলিমা ঘোষ। কেন্দ্রীয় শিশুর অধিকার সুরক্ষা কমিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পরেশ শাহ। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের ও জিবিপি হাসপাতালে শিশু বিভাগের প্রধান ডাক্তার সঞ্জীব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ১৫০ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, নার্সিং কলেজ ও এনজিও এর পক্ষ থেকে যোগদান করেন। তাছাড়া গত বৃহস্পতিবার একই স্থানে বিভিন্ন চাইল্ড কেয়ার হোমে থাকা বাচ্চাদের কাউন্সিলিংয়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি রাজ্য স্তরীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের ১৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন নিলিমা ঘোষ এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন।

সাংবাদিক আক্রমণের প্রতিবাদে রেলী নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। সাংবাদিক আক্রমণের প্রতিবাদে কাঞ্চনপুরে প্রতিবাদ রেলী অনুষ্ঠিত করে নাগরিক সুরক্ষামঞ্চ। কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব শান্তিপুর এলাকায় সাংবাদিক বিকাশ দাস প্রাণঘাতী হামলার শিকার হন। রক্তাক্ত অবস্থায় কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।পরবর্তীতে প্রাথমিক চিকিৎসা সেরে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে সাংবাদিক বিকাশ দাসকে। তারই সঠিক তদন্তের দাবি রেখে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের এক প্রতিনিধিদল কাঞ্চনপুর থানার ওসি সমীর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নাগরিক সুরক্ষামঞ্চ কাঞ্চনপুর থানার ওসির কাজ থেকে সদুত্তর না পেয়ে কাঞ্চনপুর বাজারজুড়ে এক প্রতিবাদ রেলী সংঘটিত করে। রেলিতে অংশগ্রহণ করেন গোটা কাঞ্চনপুর মহকুমার অংশের মানুষেরা। প্রতিবাদী আওয়াজ তুলতে গিয়ে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের কর্মীরা ওসির নামে স্লোগান দিয়ে জানান দিয়েছেন যে কাঞ্চনপুর থানার ওসি সমীর রায় কাঞ্চনপুরে অপরাধীদেরকে নিয়ে অপরাধের চাষ শুরু করেছেন।

মুঙ্গিয়াকামীতে রাবার বাগানে নাশকতার আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। ভোটের মুখে এক উপজাতি ব্যক্তির একটি মাত্র বসতঘর সহ রাবার বাগান কে বা কাহারা আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে বৈরাগী ঢেপা এলাকায়। ঘটনাস্থলে তেলিয়ামুড়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনে বৈরাগী ঢেপা এলাকার বাসিন্দা সুধন দেববর্মার একটিমাত্র বসতঘর এবং উনার রাবার বাগানে শুক্রবার দুপুর নাগাদ কোনো এক সময় কে বা কাহারা আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে করে আগুনের লেলিহান শিখায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় সুধন দেববর্মার একটিমাত্র বসতঘর। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের প্রচেষ্টায় অল্পেতে রক্ষা পায় রাবার বাগান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ব্রেকআপের পর প্রেমিকার সাথে অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছাড়ল প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল করার অপরাধে আটক মফেত দেববর্মা নামে এক যুবক। বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ মাস্টার পাড়া এলাকায়।বাবার নাম হরিনাথ দেববর্মা। দীর্ঘদিন ধরে এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রেখে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে ঐ যুবক কিন্তু বছর খানেক আগে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় যে ভিডিও করা হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় ঐ যুবক। আজ মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে এবং এলাকাবাসীর কিছু লোক ওই ছেলের বিরুদ্ধে পূর্ব মহিলা থানায় মামলা করে।

কমলপুরে সিপিএম প্রার্থীর ভোট প্রচার জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। মরাছড়া সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে সন্তোষশিয়া বাজারে ৭ নং ডেমডুম-কচুছড়া এডিসি আসনের সিপিআইএম প্রার্থী বদরবুম হালামের সমর্থনে মিছিল সংঘটিত এবং নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।নির্বাচনী সভায় বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, সিপিআইএম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রঞ্জিত ঘোষ, উপজাতির যুব ফেডারেশন রাজ্য সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা, মরাছড়া অঞ্চল কমিটির সম্পাদক প্রাণ কুমার দাস প্রমূখ। সভায় দলের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা কেন্দ্র ও ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন। এবং এবং সিপিআইএম প্রার্থী বদরবুম হালাম কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।উপজাতি যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা, সিপিআইএম কমলপুর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস প্ররমুখ বক্তব্য রাখেনন।

দুরারোগ্য রোগাক্রান্ত স্বামীর চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলেন স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। স্বামী মৃত্যুশয্যায়।অসহায় স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জনগণ এবং সরকারের কাছে সাহায্যের আরজি রাখলেন। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতেৰ ৩ নং ওয়ার্ডে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ছয় মাস যাবত অরবিন্দ নগর পঞ্চায়েতের বাসু মিয়া অসহায় হতদরিদ্র দিনমজুর টিউমার জনিত রোগে আক্রান্ত হন। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসার অভাবে ধীরে ধীরে বৃহৎ আকার ধারণ করে। একটা সময় তা ক্যান্সার রোগে পরিণত হয়ে যায়। অসহায় বাসু মিয়া টাকার অভাবে কোন চিকিৎসা করাতে পারেনি। তার দুই কন্যা এক ছেলে সন্তান। যদিও দুই কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেয়।এক ছেলে সন্তান নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। যার কারনে চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বাসু মিয়া জিবিপি হাসপাতলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। কিন্তু অসহায় স্ত্রী হেলেনা খাতুন টাকার অভাবে কিছুই করতে পারছে না। স্থানীয় পঞ্চায়েত মাতব্বরদের দ্বারস্থ হয়েও কোন ফল পায়নি।অথচ বিপিএল পরিবার।তাই রাজ্যের জনগণ এবং সরকারের নিকট আকুল আবেদন রাখলেন তার স্বামীর চিকিৎসার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

রাইমাভ্যালীতে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ মার্চ।। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে শুক্রবার রাইমাভ্যালিতে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের নির্বাচনী জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন গন্ডাছড়া কবি গুরু স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, চব্বিশ রাইমাভ্যালি কেন্দ্রে জোটের বিজেপির মনোনীত প্রার্থী প্রতিরাম ত্রিপুরা, আট গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া কেন্দ্রে জোটের আইপিএফটি মনোনীত প্রার্থী জীবনজয় রিয়াং প্রমুখ। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ২৮ এ ২৮ আসন বিজেপি- আইপিএফটি জোটের প্রার্থীরা বিজয়ী হবে। এদিনের সমাবেশে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে।

শ্বশুরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করল জামাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ মার্চ।। আজ দুপুর নাগাদ কাঞ্চনপুর মহাকুমার আনন্দবাজার কালাপানি এডিসি ভিলেজের বগি চন্দ্রপাড়ায়। সূত্রের খবর পারিবারিক সমস্যায়। নেতা জয় রিয়াং (২৮) জামাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাশ্য মনি রিয়াং (৫৫) শ্বশুরের মাথায় আঘাত করেন। এবং নিজের স্ত্রী মলিকা রিয়াং(২৫) কে ও মারধর করেন। এই ব্যাপারে নেতা জয় এর নামে একটি মামলা হয় আনন্দবাজার থানায়। শ্বশুর কাশ্য মনি রিয়াং কে আনন্দবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এবং মাথায় দশটি সেলাই দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করেন বলে জানা যায়।

আধাসেনা

● আটের পাতার পর

রাখছে, জানান যুগ্ম নির্বাচন আধিকারিক রাহুল দাস। তিনি জানান, এবারের ভোট পর্ব চলবে সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে। সে অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসারদের পর্যাপ্ত পরিমাণের হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি যোগান দেওয়া হয়েছে। সকল ভোটারকে মুখে মাস্ক ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্মরণসভায়

● আটের পাতার পর

রাজাকারদের সহায়তায় শুরু করে ”কিল এন্ড বার্ন” মিশন, যেখানে গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাঙ্গালী হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করা হয়। এর পাশাপাশি চলে গণধর্ষণ, লুঠ ও মন্দির ধ্বংস। অন্ততপক্ষে দু”লক্ষ নারী ধর্ষিতা হন, যাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী হিন্দু। ভারতে আশ্রয় নেন এক কোটি মানুষ, যার মধ্যে ৯০ লক্ষই বাঙ্গালী হিন্দু।

বিভিন্ন গবেষণায়, ১৯৭১-এর মৃতের সংখ্যা ৫০,০০০ থেকে ১৫ লক্ষর মধ্যে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনোসাইড কনভেনশন-এর গণহত্যার সংজ্ঞা অনুসারে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাঙ্গালী হিন্দুকে জাতিগতভাবে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে গণহারে হত্যাকে নিশ্চিতভাবেই গণহত্যা হিসেবে গণ্য করা যায়।

১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই গণহত্যাকে বাঙালি গণহত্যা বলে ধরা হত। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ১৯৭১-এর গণহত্যাকে বাঙালি গণহত্যা বলেই বিবেচনা করা হয়ে আসছে। কিন্তু আজ, ঘটনার পঞ্চাশ বছর পরে, সময় আগত যখন রাজনৈতিক, আইনি ও গণহত্যা চর্চার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই গণহত্যাকে ”বাঙ্গালী হিন্দু গণহত্যা” বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। সংশ্লিষ্ট সরকার ও প্রশাসনের উচিত সুবিচার বঞ্চিত গণহত্যা পীড়িত মানুষদের জন্য যথাযথ সুবিচারের ব্যবস্থা করে মানবতার কল্যাণে এক কালজয়ী দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।“

উদ্ধবের

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে, সানরাইজ হাসপাতালে কোভিড সংক্রমিত রোগীদেরই চিকিৎসা করা হত। মুম্বইয়ের ডিসিপি প্রশান্ত কদম জানিয়েছেন, ’হাসপাতালের কোভিড কেয়ারে চিকিৎসাধীন ৭৬ জন রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ মলের প্রথম-তলায় লেভেল-৩ এবং লেভেল-৪ আগুন লাগে। দমকলের প্রায় ২৩টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।’ পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মুম্বইয়ের মেয়র। তিনি জানিয়েছেন, ৭ জন রোগী ভেন্টিলেটরে রয়েছেন এবং ৭০ জন রোগীকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ডিসিপি জানিয়েছেন, মুলুন্দ জাম্বো সেন্টার এবং ফর্টিস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রোগীদের। মুম্বই দমকলের প্রধান দমকল কর্তা জানিয়েছেন, ভান্ডুপ পশ্চিমের ড্রিমস মলে অবস্থিত সানরাইজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, ’অগ্নিকাণ্ডে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি সামনে এসেছে। আমরা মামলা দায়ের করব।

বিশেষজ্ঞদের

● প্রথম পাতার পর

সংক্রামন পাওয়া গিয়েছে। তাতে স্পষ্ট, ভ্রমণ-এ গিয়ে তারা সংক্রমিত হয়ে ফিরেছেন।

অতীতের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করে তিনি বলেন, গত বছর যখন সারা বিশ্বে করোনা তাণ্ডব চালাচ্ছিল তখন আমাদের সংক্রমণ-র হার কম ছিল। তেমনি, যখন দেশের অন্যান্য প্রান্তে করোনা মারাত্মক রূপ নিয়েছিল তখন ত্রিপুরায় সংক্রমণ কম ছিল। কিন্ত, পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা-তেও করোনা-র প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ ত্রিপুরায় আছড়ে পড়লে আগামী দুই মাস-এ সংক্রামিতের হার হু হু করে বাড়বে। তাই, করোনা-র পরীক্ষায় জোর দিতে হবে। তাঁর কথায়, সম্প্রতি অনেকের মধ্যে করোনা-র নমুনা পরীক্ষায় অনীহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোভিড থেকে বাচার জন্য মাস্ক পরিধান, সামাজিক দুরুত্ব বজায় এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস অনেকেই ছেড়ে দিয়েছেন। এই অসাবধানতা আগামী দিনে বড় বিপদ ডেকে আনবে, উদ্বেগের সুরে বলেন তিনি।

তাঁর উপদেশ, করোনা-র টিকাকরণ-এ স্বতঃস্ফুর্তভাবে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। তাতে, করোনা সংক্রমিত এড়ানো না গেলেও সংক্রমণের মাত্রা মারাত্মক হবে না, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, টিকা নেওয়ার পর মাস্ক পরিধান, সামাজিক দুরুত্ব বজায় এবং হাত ধোয়ার অভ্যাস শুরু করা হলে করোনা-র ভয়াবহতা থেকে অনেকটাই নিস্তার মিলবে। ত্রিপুরাবাসী-র কাছে তিনি আবেদন করেন, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ভ্রমণ এড়ানোর চেষ্টা করুন। অগত্য বহিঃ রাজ্যে যেতে হলে ফিরে এসে করোনা-র নমুনা পরীক্ষা করুন। একই কথা বলেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: সঞ্জীব দেববর্মা-ও। তাঁর আবেদন, অপ্রয়োজনে ভ্রমণ আপাতত বাদ দিন। নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন, সাথে করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করুন।

অস্ত্রোপচার

● প্রথম পাতার পর

নেন। মহিলার অবস্ট্রাকটেড ইন্সিশনাল হার্নিয়া অৌপচার করা হয়। এছাড়াও এই মহিলার ক্ষুদ্রান্ত্রে অনেকখানি জায়গাজড়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছিল, যা শল্য চিকিৎসকরা দক্ষতার সাথে এই অংশটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বাদ দেন এবং অ্যানেসটমোসিস করেন। এই সফল অস্ত্রোপচার করেন সার্জারি বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ দীপ্তেন্দ চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন সার্জারি বিভাগের পিজি স্টুডেন্ট ডাঃ ওয়াই এল প্রসাদ, ডাঃ হীরেন বৈদ্য, ডাঃ হানো তারা।

অপর রোগী বিশালগড়ের সাহেব মিঞা (৩৮ বৎসর) ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে জিবি হাসপাতালে ভর্তি হন। তার পেটে গভীর ক্ষতের সঙ্গে বৃহদান্ত্রে গুরুতর আঘাত ছিল। এই অৌপচারটি করেন সার্জারি ইউনিট-২এর ইনচার্জ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ দামোদর চ্যাটার্জী। সঙ্গে ছিলেন সার্জন ডাঃ দ্বিগ্বিজয় দেববর্মা, ডাঃ জলেশ্বর চাকমা ও ডাঃ শুভ্রনীলয় দাস। এই দুটি অস্ত্রোপচারেই এনেসথেসিস্ট ছিলেন ডাঃ অসিত ভট্টাচার্য এবং সিস্টার ইনচার্জ ছিলেন সীমা দাস।। গত ২০ মার্চ এই দুটি সফল অস্ত্রোপচার করা হয়, বর্তমানে উভয় রোগীই দ্রত অরোগ্যের পথে।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক নেই। কংগ্রেস এ ডি সি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলে চিকিৎসা পরিষেবা আমূল পরিবর্তন আনবে। পানীয় জল এবং খাদ্যের অভাব রয়েছে এডিসি এলাকায়। পানীয় জল এবং খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করবে কংগ্রেস। বিদ্যুৎ বিল বকেয়া এবং কৃষি ঋণ মুকুব করে দেবে কংগ্রেস। কারণ কংগ্রেস এখন পর্যন্ত যতগুলো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবগুলি রাজ্যে কৃষিঋণ কৃষকদের স্বার্থে মুকুব করেছে সরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান কংগ্রেস নেতা মানিক দেব। তিনি আরো বলেন, ককবরক ভাষাকে রোমান হরফে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্যান্য ভাষার প্রকৃতি মর্যাদা দেওয়ার দাবির দীর্ঘদিনের ছিল জনজাতি অংশের মানুষের। সে ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেকটি ভাষা প্রকৃতি মর্যাদা দেওয়া হবে এবং ককবরক ভাষা রোমান হরফে লেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। এবং খুমুলুঙে একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। যাতে ক্রীড়া ক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে জনজাতি অংশের মানুষ। একইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে ঢালাও হারে প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

সর্বত্র

● আটের পাতার পর

মণ্ডল সভাপতি অমিত সরকারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বৃহস্পতিবারই রিপোর্ট তলব করে কমিশন। বৃহস্পতিবার রাতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের সিতাই বিধানসভার ভেটাগুড়ি এলাকা। সংঘর্ষে তির ধনুক নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠেছে। একে এপরের দিকে হামলার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। এদিন জয়পুরের মুরারিগঞ্জে তৃণমূল পার্টি অফিসে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকাই বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। পার্টি অফিসে থাকা কর্মীরা জখম হন। বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল কার্যালয়ের ভিতরেই বোমা মজুত ছিল। তা ফেটেই এত বড় দুর্ঘটনা। জয়পুরে সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক মানিক রায়ের অভিযোগ, তৃণমূল পার্টি অফিসের মধ্যেই বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ভোটের আগে এখানকার পরিস্থিতি ঠিক কেমন। আবার তৃণমূল নেতৃত্বের পালটা দাবি, কার্যালয়ে কয়েকজন মিলে কাজ করার সময়ে সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের উপর বোমাবাজি করেছে। এ নিয়ে এলাকায় ব্যাপক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। এবারে বঙ্গের ভোটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের কাছে কার্যত চ্যালেঞ্জ। তাই ভোটের অনেক আগে থেকেই স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নানা জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমাবাজির মতো ঘটনা ঘটছে।

কমলপুর যাওয়ার পথে খোয়াইয়ে দলীয় কর্মীদের সাথে সময় কাটালেন বিধায়ক সুদীপ বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৬ মার্চ।। কমলপুরে যাবার পথে খোয়াই শহরে ঠাসা ভীড়ে কিছু সময় কাটালেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। চা পান করলেন। সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক আশীষ সাহা এবং আশীষ দাস। সুদীপ রায় বর্মন খোয়াইতে অবস্থান করছেন এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহুর্তে দলীয় কর্মীদের ভীড় বাড়তে শুরু করে। কর্মীদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন আহ্বান জানান, আসন্ন নির্বাচনে হিংসা নয় শান্তি চাই। পাশাপাশি তিনি বলেন, জনগণের জন্য তিনি বিধায়ক হয়েছেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে বিরোধী দলগুলির যে দায়িত্ব পালনের কথা ছিল, যে বিষয়গুলো উত্থাপন করার কথা ছিল তা তারা করেননি। কিন্তু জনগণের জন্য একজন বিধায়ক হয়ে জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে তাকেই সরব হতে হয়েছে

বাংলাদেশের

● প্রথম পাতার পর

স্বাগত জানাতে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মোদী বিমান থেকে নেমে বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করা মাত্রই তাঁকে স্বাগত জানান হাসিনা। বিমানবন্দরে মোদীকে গার্ড অফ অনারে সম্মান জানানো হয়। দেওয়া হয় লাল গালিচা। বিমানবন্দরে দুই প্রধানমন্ত্রী কুশল বিনিময়ও করেন।

মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দর থেকে মোদী চলে যান সাভারে, সেখানে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের শ্রদ্ধা জানান। ১১.৩৫ মিনিটে স্মৃতিসৌধে পৌঁছন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। সফর চলাকালীনই বাংলায় টুইট করে বাংলাদেশ সফরের কথা জানান প্রধাম

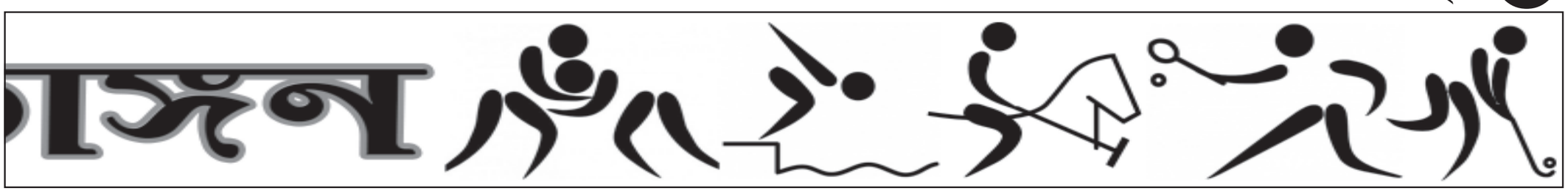

টস হেরে ফের প্রথমে ব্যাটিং ভারতের, দলে এলেন পন্ত

পুণে, ২৬ মার্চ (হি.স.) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের একদিনের ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জোশ বাটলার। শুক্রবার মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ জিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের সিরিজ পকেটে তোলার হাতছানি কোহলিদের সামনে। এমনটা হলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার বছর পর একদিনের সিরিজ জিতবে টিম ইন্ডিয়া। আর এই ম্যাচ ইংল্যান্ডের কাছে সিরিজ জিইয়ে রাখার লড়াই। চোটের জন্য ক্যাপ্টেন ইয়ন মর্গ্যানকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড। ফলে এদিন ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জোস বাটলার।

এদিন টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত ইংল্যান্ড অধিনায়ক জোশ বাটলার। ইংল্যান্ডের হয়ে এদিন একদিনের অভিষেক হল লিয়াম লিভিংস্টোনের। চোটের কারণে স্যাম বিলিংসও এই ম্যাচে নেই। ফলে ইংল্যান্ড দলে এদিন বেশ কয়েকটি পরিবর্তন। ক্যাপ্টেন মর্গ্যানের পরিবর্তে দলে এসেছেন ডেভিড মালান, স্যাম বিলিংসের পরিবর্তে লিভিংস্টোন এবং মার্ক উডের পরিবর্তে দলে এসেছেন রিসে টোপলে। চোটের কারণ সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ভারতীয় দলের তরুণ ব্যাটসম্যান শ্রেয়স আইয়ার। তাঁর পরিবর্তে এদিন দলে এসেছেন ঋষভ পন্ত। তবে যুবেন্দ্র চাহাল নয়, কুলদীপ যাদবের উপরই আস্থা রাখল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

ভারতীয় একাদশ: রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, বিরাট কোহলি (ক্যাপ্টেন), লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্ত(উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, ক্রুনাল পান্ডিয়া, শার্দুল ঠাকুর, ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব ও প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা।

ইংল্যান্ড একাদশ: জেসন রয়, জনি বেয়ারস্টো, বেন স্টোকস, জোস বাটলার (ক্যাপ্টেন ও উইকেটকিপার), লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মালান, মোয়েন আলি, স্যাম কারেন, টম কারেন, আদিল রশিদ ও রিসে টপলে।

সচিনের পর এবার রিকি পন্টিংয়ের রেকর্ড ছুঁলেন বিরাট কোহলি

পুণে, ২৬ মার্চ (হি.স.) : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে ছুঁয়েছিলেন সচিন তেন্ডুলকরের অনন্য নজির। এবার শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে ঝোড়ো হাফ-সেঞ্চুরি করে রিকি পন্টিংয়ের রেকর্ড ছুঁলেন ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি। দশ হাজারি রানের মাইলস্টোনে পন্টিংকে তিনি ছুঁলেন।

বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে একদিনের ক্রিকেটে তিন নম্বরে ব্যাটিং করে ১০ হাজার রানের মাইলস্টোন ছুঁলেন বিরাট কোহলি। এর আগে একমাত্র এই নজির রয়েছে প্রাক্তন অজি ব্যাটসম্যান রিকি পন্টিংয়ের। এদিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ৬৬ রান করার পথে পন্টিংয়ের এই রেকর্ড ছুঁলেন বিরাট। ২০০৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া কোহলি কেরিয়ারের বেশিরভাগ ম্যাচেই ব্যাটিংয় করেছেন নম্বর তিন পজিশনে।

একদিনের ক্রিকেটে তিন নম্বরে ব্যাটিং করে কোহলির সংগ্রহ ১০০৪৬ রান। কিন্তু তিনবারের বিশ্বকাপ জয়ী অজি অধিনায়ক পন্টিংয়ের ঝুলিতে রয়েছে ১২৬৬২ রান। অর্থাৎ পন্টিংয়ের থেকে এখনও আড়াই হাজার রান পিছনে কোহলি। তিন ফর্ম্যাটে মিলিয়ে কিংবদন্তি অজি ব্যাটসম্যান পন্টিংয়ের সংগ্রহ রয়েছে ২২৮৬৯ রান। একদিনের ক্রিকেটে কোহলির থেকে অনেকটাই পিছনে রয়েছেন কিউয়ি ক্যাপ্টেন কেন উইলিয়ামসন। তাঁর দখলে রয়েছে মাত্র ৫৪২১ রান।

আগের ম্যাচেই সচিনের পর দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ভারতের মাটিতে ১০ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন কোহলি। ভারতের মাটিতে সচিনের মোট রান ১৪১৯২। ৩১৩ ইনিংসে এই রান করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার। গড় ৫০.৩২। সেঞ্চুরি সংখ্যা ৪২টি। আর কোহলি ১০ হাজার রানে পৌঁছতে নিয়েছেন ১৯৫টি ইনিংস। গড় ৬১.৭৪। সেঞ্চুরির সংখ্যা ৩২টি।

কাতার বিশ্বকাপ: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, অভিবাসী শ্রমিকদের পাশে জার্মানি

২০২২ কাতার বিশ্বকাপের অবকাঠামো তৈরিতে কাজ করা অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ অনেক আগে থেকেই। সম্প্রতি ব্রিটেনের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা 'দ্য গার্ডিয়ান' এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের পর আবার নতুন করে আলোচনা চলছে বিষয়টি নিয়ে। এরই প্রেক্ষিতে অভিবাসী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে জার্মানি ফুটবল দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘরের মাঠে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচ শুরুর আগে বিশেষ জার্সি পরেছিলেন জার্মানির খেলোয়াড়রা। সবাই কালো রঙের জার্সি পরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। জার্সিতে সাদা রঙে লেখা ছিল একটি করে ইংরেজি বর্ণ। যার পূর্ণ রূপ দাঁড়ায় 'হিউম্যান রাইটস' বা মানবাধিকার।পরে দলটির মিডফিল্ডার লেয়ন গোরেটস্কা জার্মান একটি টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেন কারণ।

"সামনে বিশ্বকাপ আসছে এবং বিষয়টি (মানবাধিকার) নিয়ে আলোচনা হবে। দেখাতে চেয়েছি আমরা বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছি না।"গত বুধবার বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জিব্রাল্টারের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয়ের ম্যাচের আগে একইভাবে প্রতিবাদ জানায় নরওয়ে ফুটবল দলও। তাদের খেলোয়াড়দের সাদা রঙের বিশেষ জার্সিতে লেখা ছিল, "মাঠে ও মাঠের বাইরে মানবাধিকার।"গত মাসে গার্ডিয়ান এক প্রতিবেদনে জানায়, ১০ বছর আগে কাতার বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পাওয়ার পর দেশটিতে অন্তত সাড়ে ৬ হাজার অভিবাসী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।গত বৃহস্পতিবার অবশ্য কোনোরকম মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে কাতার বিশ্বকাপ আয়োজকদের এক মুখপাত্র।'২০২২ কাতার বিশ্বকাপের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত প্রকল্পগুলোতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যাপারে সবসময় আমরা স্বচ্ছ ছিলাম। ২০১৪ সালে নির্মাণকাজ শুরুর পর থেকে সেখানে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এবং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৩৫টি।"পূর্বে বিভিন্ন ঘটনায় রাজনৈতিক মন্তব্য করায় বা কোনোরকম বিবৃতি দেওয়ায় খেলোয়াড় ও ফুটবল সংস্থাকে শাস্তি দিয়েছিল ফিফা। তবে এবার ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে আলোচিত এই ঘটনায় কোনোরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে ধাওয়ান-রোহিত জুটি

পুণে, ২৬ মার্চ (হি.স.) : পুণেতে আজ দ্বিতীয় ম্যাচে মর্গ্যানহীন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নয়া রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে নামছে ধাওয়ান-রোহিত জুটি। ওপেনিংয়ে জুটি বেঁধে এই দুই তারকা একদিনের ক্রিকেটে ৪ হাজার ৯৯১ রান করেছেন। অর্থাৎ শুক্রবার এই জুটি আর ৯১ রান করলেই ওপেনিং জুটিতে ৫ হাজার রানের বিরল মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলবে। এর আগে এই মাইলস্টোন ছুঁয়েছে শুধু শচীন-সৌরভ জুটি। ব্যক্তিগতভাবেও ধাওয়ান নয়া রেকর্ডের মুখোমুখি। শুক্রবার আর ৯৪ রান করতে পারলে দেশের জার্সিতে ৬ হাজার রানের গণ্ডি অতিক্রম করবেন টিম ইন্ডিয়ার 'গব্বর'। বিরাট কোহলির পর দ্রুততম ভারতীয় হিসেবে ৬ হাজার রানের গণ্ডি পেরনোর মুখে ধাওয়ান।

অন্যদিকে রোহিতের সামনেও সুযোগ থাকছে বীরেন্দ্র শেহওয়াগকে টপকে ওপেনার হিসেবে ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়ে যাওয়ার। যদিও রোহিতের খেলা নিয়ে সংশয় থাকছেই।

ব্যাট-বল দুই বিভাগেই ইংরেজদের পর্যুদস্ত করে সিরিজের প্রথম ম্যাচে রীতিমতো ঝকঝকে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে ভারত। পুণেতে আজ দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগেও তাই ভারতকেই ফেভারিট ধরে নিচ্ছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় দল চাইবে শুক্রবারই সিরিজের ফয়সলা করতে। সেই লক্ষ্যেই তেড়েফুঁড়ে নামছে ভারতীয় দল। অন্যদিকে, সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে নামার আগে চোট আঘাতজনিত সমস্যায় চাপে ইংল্যান্ড। আঙুলের চোটের জন্য সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান।

জয়ে বিশ্বকাপ বাছাই শুরু ইতালির

প্রত্যাশিত জয়ে নতুন বছরে নতুন পথচলা শুরু করল ইতালি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডকে হারিয়েছে রবেতর্টো মানচিনির দল। ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের 'সি' গ্রুপে নিজেদের মাঠে বৃহস্পতিবার ২-০ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে দমেনিকো বেরারদি দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন চিরো ইম্মোবিলে। ২০০৬ সালে চতুর্থ ও সবশেষ বিশ্বকাপ জেতা ইতালি পরের দুই আসরের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয়। আর ২০১৮ আসরে তারা মূল পর্বেই উঠতে পারেনি। ২০১৮ সালের মে মাসে দায়িত্ব নেওয়া মানচিনির হাত ধরে দারুণ ছন্দে রয়েছে দলটি। গ্রুপ পর্বে ১০ ম্যাচের সবকটি জিতে ২০২০ ইউরোর মূলপর্বে পা রাখে তারা। সেই ছন্দেই বিশ্বকাপ বাছাই শুরু করল ইতালি। শুরু থেকে অধিকাংশ সময় বলের দখল রাখা দলটি প্রথম ভালো সুযোগ পায় ম্যাচের একাদশ মিনিটে। সতীর্থের উঁচু করে বাড়ানো বল দুই ডিফেন্ডারের মাঝে বুক দিয়ে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিলেও ঠিকমত শট নিতে পারেননি ইম্মোবিলে। ইতালির হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন চিরো ইম্মোবিলে।ইতালির হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন চিরো ইম্মোবিলে।তিন মিনিট পরেই এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। ডান প্রান্ত থেকে আলেস্সান্দ্রো ফ্লোরেন্সির থ্রু পাস ধরে এগিয়ে দুরূহ কোণ থেকে উঁচু শটে লক্ষ্যভেদ করেন সাস্সুয়োলো ফরোয়ার্ড বেরারদি। এগিয়ে যাওয়ার পর আরও আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলতে থাকা দলটি ব্যবধান দ্বিগুণ করে ম্যাচের ৩৮তম মিনিটে। পাল্টা আক্রমণে মাঝমাঠ থেকে বল বাড়ান লরেন্সো ইনসিনিয়ে। এবার আর ভুল করেননি ইম্মোবিলে। ক্ষিপ্র গতিতে বাঁ প্রান্ত দিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে জোরালো শটে কাছের পোস্ট দিয়ে জাল খুঁজে নেন লাৎসিও ফরোয়ার্ড। বিরতির পর উজ্জীবিত ফুটবল খেলে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড; কিন্তু জালের দেখা মেলেনি। ৫৬তম মিনিটে নিজেদের ভুলে গোল খেতে বসেছিল ইতালি। গোলরক্ষককে দুর্বল ব্যাকপাস দেন ডিফেন্ডার মানুয়েল লোকাতেল্লি। কিন্তু বল জানলুইজি দোন্নারুম্মার কাছে পৌঁছার আগেই পেয়ে যান গেভিন। তার শট পা বাড়িয়ে প্রতিহত করেন দোন্নারুম্মা। নির্ধারিত সময় শেষের তিন মিনিট আগে প্যাডি ম্যাকনায়ার উড়িয়ে মারলে অনায়াস জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে ইতালি। একই দিন গ্রুপের আরেক ম্যাচে স্বাগতিক বুলগেরিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে সুইজারল্যান্ড।

ক্ষণিকের ভুলে জয় হাতছাড়া স্পেনের

কাতার বিশ্বকাপে ওঠার অভিযানে স্পেনের শুরুটা হলো ভীষণ হতাশাজনক। গ্রিসের বিপক্ষে পুরোটা সময় আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেও ক্ষণিকের ভুলে মূল্যবান দুটি পয়েন্ট হারিয়েছে ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।গ্রানাদায় বৃহস্পতিবার রাতে 'বি' গ্রুপের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। আলভারো মোরাতার নৈপুণ্যে স্বাগতিকরা এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে সমতা টানেন আনাস্তাসিসোস বাকাসেতাস।পুরো ম্যাচে প্রায় ৮০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে একের পর এক আক্রমণ করে যায় স্পেন। যদিও ততটা নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। গোলের উদ্দেশে তাদের ৯ শটের মাত্র দুটিই ছিল লক্ষ্যে। বিপরীতে গ্রিস মাত্র একটিই শট নেয় এবং তাতেই ওই গোল। ম্যাচের শুরু থেকে বল দখলে আধিপত্য করা স্পেন চতুর্দশ মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায়। কিন্তু ডি-বক্সে সেকেন্ডের ব্যবধানে দুবার ফাঁকায় বল পেয়ে প্রতিবারই প্রতিপক্ষের গায়ে বল মারেন কোকে।৩২তম মিনিটে অনেক দূর থেকে স্পেনের মিডফিল্ডার দানি ওলমোর বুলেট গতির শট ক্রসবারে বাধা পায়। এর পরের মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। কোকের দারুণ ক্রস বুক দিয়ে নামিয়ে ছয় গজ দূর থেকে পোস্ট ঘেঁষে গোলটি করেন মোরাতা।প্রথমার্ধে মাত্র ২০ শতাংশ সময় বল দখলে রাখা গ্রিস ৫৬তম মিনিটে সমতায় ফেরে। নিজেদের ডি-বক্সে স্পেনের ডিফেন্ডার ইনিগো মার্তিনেস বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের কার্লোস জেকাকে ফাউল করে বসেন। জোরালো স্পট কিকে সমতা টানেন বাকাসেতাস। বাকি সময়ের খেলার চিত্রও একই। ৭৬তম মিনিটে মোরাতার সঙ্গে একবার বল দেওয়া-নেওয়া করে বাঁ দিক থেকে গোলমুখে ক্রস বাড়ান হোসে গায়া। কিন্তু বলে পা ছোঁয়াতেই ব্যর্থ হন দুই মিনিট আগে বদলি নামা মিকেল ওইয়ারসাবাল। ঘরের মাঠে হারসম ড্রয়ের হতাশায় মাঠ ছাড়ে স্পেন। অন্যদিকে, ফেভারিটদের মাঠ থেকে মহামূল্যবান একটি পয়েন্ট নিয়ে ফেরে ২০০৪ ইউরো চ্যাম্পিয়ন গ্রিস। হতাশা ঝেড়ে ফেলে প্রথম জয়ের লক্ষ্যে আগামী রোববার জর্জিয়ার মাঠে খেলবে লুইস এনরিকের দল স্পেন। গ্রুপের অন্য ম্যাচে জর্জিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে জিতেছে সুইডেন। অবসর ভেঙে এই ম্যাচ দিয়েই ফের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরলেন ৩৯ বছর বয়সী তারকা জাতান ইব্রাহিমোভিচ।

মর্গ্যানের চোট চিন্তা বাড়ল নাইট শিবিরেও

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি.স.) : ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যানের চোট চিন্তায় রাখছে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। আগামী ৯ এপ্রিল থেকে শুরু হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট লিগ আইপিএল। আগামী ১১ এপ্রিল প্রথম ম্যাচ নাইটদের। তার আগে সম্পূর্ণ সুস্থ মর্গ্যানকেই পেতে চাইবে নাইট শিবির। তবে তাঁর চোট চিন্তা বাড়ল নাইট শিবিরেও।

প্রথম ম্যাচে হারের সঙ্গে স্যাম বিলিংস এবং ইয়ন মর্গ্যানের চোট চিন্তায় রেখেছিল ইংল্যান্ড শিবিরকে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল সিরিজের শেষ ২ ম্যাচে পাওয়া যাবে না অধিনায়ক মর্গ্যানকে। বিলিংস খেলতে পারবেন না দ্বিতীয় ম্যাচ।

সিরিজের বাকি ২ ম্যাচে ইংল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দেবেন বাটলার। প্রথম ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় চোট পান বিলিংস এবং মর্গ্যান। পরে তাঁরা ব্যাট করলেও অস্বস্তি যে রয়েছে তা জানিয়েছিলেন ইংরেজ অধিনায়ক। মর্গ্যানের আঙুলে ৪টে সেলাই পড়েছে। বিলিংসের চোট রয়েছে গলার কাছে। তাঁদের বদলে দলে অভিষেক ঘটতে পারে লিয়াম লিভিংস্টোনের। ইতিমধ্যেই ডাউইড মালানকে দলে নেওয়া হয়েছে। ফলে খেলতে পারেন তিনিও।

রামোস ঠিক আছে: এনরিকে

গ্রিসের বিপক্ষে ম্যাচে বিরতির পর সের্হিও রামোস আর মাঠে না নামায় তাকে ঘিরে জাগে চোট শঙ্কা। তবে এই ডিফেন্ডার পুরোপুরি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন স্পেন কোচ লুইস এনরিকে। গ্রানাদায় বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ১-১ গোলে ড্র ম্যাচের প্রথমার্ধে খেলেন রামোস। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তার বদলি নামেন আথলেতিক বিলবাওয়ের ডিফেন্ডার ইনিগো মার্তিনেস। পরে তার কারণেই পেনাল্টি পায় গ্রিস। স্পট কিকে সমতা টানেন আনাস্তাসিসোস বাকাসেতাস। গত ফেব্রুয়ারিতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ অধিনায়ক রামোসের। গ্রিসের বিপক্ষে তাকে শুধু প্রথমার্ধে খেলানোর কারণ ম্যাচ শেষে জানান এনরিকে। 'সের্হিও রামোস পুরোপুরি ঠিক আছে। হালকা চোট সমস্যায় ক্লাবের শেষ ম্যাচে সে খেলেনি। আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সে শুধু প্রথমার্ধে খেলবে। পরের দুই ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে।" গত নভেম্বরে নেশন্স লিগে জার্মানির বিপক্ষে ৬-০ গোলে জয়ের পর এই প্রথম মাঠে নেমেছিল স্পেন। পুরো ম্যাচে প্রায় ৮০ শতাংশ সময় বল দখলে রাখলেও খুব বেশি নিশ্চিত সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। "জার্মানির বিপক্ষে ম্যাচ ছিল চার মাস আগে। এই বিরতিতে খেলোয়াড়দের খেলার মান পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। উত্থান-পতন হতেই পারে।" "আমাদের ম্যাচটি বিশ্লেষণ করতে হবে, দেখতে হবে কোথায় আমরা উন্নতি করতে পারি। আমরা আধিপত্য করেছি। খারাপ দিকটি ছিল শুধু সতেজতা এবং আরও বেশি সুযোগ তৈরি করার দক্ষতার অভাব।" নিজেদের পরের ম্যাচে আগামী রোববার জর্জিয়ার মাঠে খেলবে ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এরপর বুধবার নিজেদের মাঠে তাদের প্রতিপক্ষ কসোভো।

SHORT TENDER NOTICE FOR SELECTING CHARTERED ACCOUNTANT FIRMS FOR CONDUCTING AUDIT OF ACCOUNTS FCA (PERTAINING TO DEPARTMENTAL OPERATION)

The Nodal Officer, FCA Tripura, Arranya Bhawan , Pandit Nehru Complex, Kunjaban Agartala invites sealed short tender for selecting of chartered accountant firm for conducting audit of accounts FCA (pertaining to departmental operation) from the reputed institutions/ organizations. The details of the short tender notice for the same may be available in the State Portal, Departmental Website and Notice Board of PCCF's office at Gurkhabasti, Agartala. The last date of receipt of short tender is 31/03/2021 up to 4:30PM.

(Paushali Roy)
Assistant Conservator of Forests(FCA)
ICA/C-3495/2020-21

EDUCATIONAL NOTIFICATION

In reference to letter of Principal I/C, Dr. J. K. Saikia Homoeopathic Medical College, Jorhat-8, Assam vide No. HMCJ/79/96/2535 dated 05-03-2021, to provide 2(two) nos. of Student of Tripura State as NEC Quota for admission in 1st Year B.H.M.S. Course in Dr.J.K.Saikia Homoeopathic Medical College, Jorhat-8, Assam under NEC Quota, an Offline Counselling on NEET UG 2020 will be conducted on 31st March, 2021 at 11-30AM in the Directorate of Medical Education, Government of Tripura, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala for distribution of this 2(two) nos. seat **(SC-1, UR-1)** from the NEET-UG-2020 successful candidates of the State. The eligibility criteria will be followed as per Tripura State NEET-UG-2020 Counselling.

The last date of admission in the said College is 3rd April, 2021.

All aspirant Candidates those who are qualified on NEET-UG-2020 are hereby requested to attend the said Offline Counselling to be held on 31-03-2021 at 11-30AM and enlist their names for the Counselling in the Directorate of Medical Education, Government of Tripura, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala along with the all Original Certificates & Documents etc. like (a) Madhyamik Admit Card (Age, Proof Certificate), (b) Mark Sheets (Class-XII or equivalent examination) (c)NEET UG 2020 Admit Card (d) Score Card NEET UG 2020 (e) PRTC (f) ST/SC Certificate (wherever applicable) (g) 4(four) copies of Passport Size Photograph.

Sd/- (Prof. Chinmoy Biswas)
Director of Medical Education
Government of Tripura, Agartala.
ICA-D-1727/21

ত্রিপুরা আশা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

‘রাক্ষস বাংলাকে গিলতে এসেছেন’, নাম না করে অমিত শাহকে ফের নজিরবিহীন আক্রমণ মমতার

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : ”দিল্লির এক হোঁদল কুতকুত মন্ত্রী আছে, বলছে, বাংলাকে দেখে নেবে। কী দেখবে? রাক্ষস নাকি যে বাংলাকে গিলে খাবে? মমতাকে গিলে খাবে? জেনে রাখো, আমাকে গিলে খেলে আমি পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসব।”

ফের নাম না করো দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার নির্বাচনী সভা থেকে অমিত শাহর নাম না উদ্দেশে মমতা এই মন্তব্য করেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও অমিত শাহর নাম না করে তাঁকে ‘হোঁদল কুতকুতে’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর, চন্দ্রকোনার এবং ডেবরার সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ শানান। বলেন, ”দিল্লিকে বলছি, বেশি বাঁদরামি না করে বাংলার যা বকেয়া আছে, তা মিটিয়ে দিন। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে বহুবার বলছি। ওটা করে না দিলে আমি দরকারে নরেন্দ্র মোদির অফিসের সামনে ধরনা দেব।”

শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভোটযুদ্ধ। জঙ্গলমহলের চার জেলায় ভোট ওইদিন। এরপর ১ এপ্রিল পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ আরও বেশ কয়েকটি আসনে হবে ভোট। চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। প্রচারে একে অপরের বিরুদ্ধে আরও বেশি করে শান দিচ্ছে। বিশেষত বিজেপি এবং তৃণমূলের বাকযুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে তাপ বাড়ছে বঙ্গ রাজনৈতিক মহলে। মেদিনীপুরের মাটিতে তৃণমূল ও বিজেপি প্রায় সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে। উনিশের লোকসভার ফলাফলের নিরিখে বিজেপি খানিকটা এগিয়েই।

বুকের অস্বস্তিতে সেনা হাসপাতালে কোবিন্দ, খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.): বুকে অস্বস্তি অনুভব করায় দিল্লিতে সেনাবাহিনীর হাসপাতালে গেলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতির রুটিন পরীক্ষা করা হয়েছে এবং চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি। রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। ঘটনাচক্রে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলাদেশ থেকেই রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শুক্রবার সকালে বুকে অস্বস্তি বোধ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে যাওয়া হয় রিসার্চ অ্যান্ড রেফারাল হাসপাতালে। পর্যবেক্ষণের পর সেনা হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। রাষ্ট্রপতির রুটিন পরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলাদেশ থেকেই রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির ছেলের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতির শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নেন মোদী এবং সুস্থতা কামনা করেছেন।

আজ প্রথম দফার নির্বাচন বাংলায়, কড়া নিরাপত্তায় সর্বত্র

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি. স.) : শনিবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ৮ দফা নির্বাচন। রাত পোহালেই প্রথম দফার ভোট শুরু। শেষ হয়েছে প্রথম দফার ভোটের প্রস্তুতিও। শনিবার ৫ জেলার ৩০টি আসনে রয়েছে ভোট গ্রহন। পুরো ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া থাকবে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া। ফলাফল ঘোষণা হবে ২ মে। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সব খতিয়ে দেখেন। এবারের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে কড়া ব্যবস্থা করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

শনিবার রাজ্যের ৫ জেলা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মোট ৩০টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর, কাঁথি উত্তর, ভগবানপুর, খেজুরি, কাঁথি দক্ষিণ, রামনগর, এগরাতে ভোট হবে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন, কেশিয়াড়ি, খড়্গপুর, গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর কেন্দ্রে নির্বাচন হবে এই দফায়। ঝাড়গ্রামের বিনপুর, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রেও ভোট হবে শনিবার। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি, বলরামপুর, বান্দোয়ান, জয়পুর, পুরুলিয়া, মানবাজার, কাশীপুর, পারা ও রঘুনাথপুর কেন্দ্র এবং বাঁকুড়ার রাইপুর, রানিবাঁধ, ছাতনা ও শালতোড়া কেন্দ্রেও ভোট হবে প্রথম দফাতেই।

প্রথম দফার নির্বাচনে রাজ্যে বুথে বুথে মোতায়েন করা হয়েছে ৬৫৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুক্রবার সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীও পৌঁছতে শুরু করে দেয় একাধিক কেন্দ্রে। ইতিমধ্যে রাজ্যে ৮০০ কোম্পানি বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। তার মধ্যে ৬৫৯ কোম্পানি শনিবারের নির্বাচনে সুরক্ষার কাজে মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু করতে তিনজন বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও ১১ হাজার রাজ্য পুলিশের মোতায়েন থাকবে। নির্বাচনের আগে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসকদের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার নির্দেশ আগেই দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অবাঞ্ছিত ও সন্দেজনক কেউ যাতে ভোটকেন্দ্রের সামনে অশান্তি তৈরি না করতে পারে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সহযোগিতায় সেটিও খতিয়ে দেখবেন কমিশন প্রতিনিধিরা।অন্য যেসব বিষয়ের ওপর নজর রাখা হবে সেগুলো হল, সিসিটিভি-তে নজরদারি, রিটার্নিং অফিসারের অফিসের দুশো মিটারের মধ্যে সর্বাধিক দুটি গাড়ি প্রভৃতি।

এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের করোনা-সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলোর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। এদিন ভোটকর্মীরাও নিজেদের বুথে পৌঁছে প্রস্তুতিপর্ব শুরু করে দেন। করোনা পরিস্থিতির জন্য এবারের ভোটে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ভোটকর্মীকে স্যানিটাইজার, গ্লাভস দেওয়া হচ্ছে। ইভিএম চেক করে তারপর ভোট কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, আগেই ইভিএম নিয়ে ভোটারদের সতর্ক থাকতে বলেছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন মুখ্যসচিব। তাতে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলি মেনে চলার পরামর্শ দেন মুখ্য সচিব। তিনি বলেন, ’করোনা বাড়ছে, আপনারা সতর্ক থাকুন। কিছু জেলাতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ভোটগ্রহণ শুরু হবে তাই দ্রুত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।’ একইসঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি সিল করা ও প্রয়োজনে নজরদারি আরও বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া করোনা জন্য ও বয়স্ক ভোটারদের কথা মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার সব বুথ একতলায় করা হবে। করোনার জন্য ভোটের লাইন ও অধিক জমায়েত এড়াতে ভোটের সময়ও বাড়ানো হয়েছে। আগে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট হলেও, এবার তা বাড়িয়ে সন্ধে ৬.৩০ পর্যন্ত করা হয়েছে।

ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে শনিবার রাজ্যের একাধিক জায়গায় নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। এদিন সকালে শালবনির বাগমারী এলাকায় রাস্তার পাশে জঙ্গলের মধ্যে একটি গাছে লালমোহন সোরেন নামে এক বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় এবার কমিশন রিপোর্ট তলব করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় শাসকদলের দিকে খুনের অভিযোগ করেছেন বিজেপি স্থানীয় নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, দিনহাটায় বিজেপির পার্টি অফিস সংলগ্ন পশু চিকিৎসালয়ের বারান্দায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাইরাস মিস্ত্রিকে সরানোর সিদ্ধান্ত সঠিক বলল সুপ্রিম কোর্ট, জয় টাটা গোষ্ঠীর

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ (হি.স.) ।। সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় পেল টাটা গোষ্ঠী। শুক্রবার সাইরাস মিস্ত্রি ও টাটা মামলায় টাটা গ্রুপের পক্ষে রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৯ সালের দ্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল-এর রায়কে এদিন খারিজ করল আদালত। আদালত এদিন স্পষ্ট জানালো,টাটা সন্সের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান পদ থেকে সাইরাস মিস্ত্রীকে অপসারণের সিদ্ধান্তে ভুল কিছু ছিল না।শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট জানিয়ে দিল, ২০১৬ সালে সাইরাস মিস্ত্রিকে সরানোর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। আইন ভাঙেনি টাটা গোষ্ঠী। বিচার প্রক্রিয়ার শেষে গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান রতন টাটা টুইট করে বললেন, ‘এই রায় দেওয়ার জন্য মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ’।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এসএ বোবদের নেতৃত্বে তৈরি ডিভিশন বেঞ্চে বলা হয়েছে, টাটা গোষ্ঠীর সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। আইনের সব দিক খেয়াল রেখেই সংস্থা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০১২ সালে রতন টাটার পর সাইরাস মিস্ত্রিকে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যানের পদে বসানো হয়। কিন্তু চার বছরের মাথায় ২০১৬ সালে হঠাৎই সাইরাসকে সরিয়ে দেয় টাটা গোষ্ঠী। পদে ফিরে আসেন রতন টাটা। সেই বিষয়েই জাতীয় কোম্পানি আইন আবেদন ট্রাইবুন্যালে যান মিস্ত্রি। ২০১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর সেই আবেদনের ভিত্তিতে ট্রাইবুন্যাল জানিয়ে দেয়, সাইরাসকে পদ থেকে নিয়ম মেনে সরানো হয়নি। টাটা গোষ্ঠী সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে আবেদন করে। সেখানে সাপুরজি-পালনজির পক্ষ থেকে জানানো হয়, ২০১৬ সালের অক্টোবরে মিস্ত্রিকে সরানো কর্পোরেট আইনের হত্যা। টাটা গোষ্ঠী বলে, আইনের মধ্যে থেকেই মিস্ত্রিকে পদ থেকে সরানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত টাটার পক্ষেই রায় দিল আদালত।

প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার সদস্যরা রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ছবি নিজস্ব।

পিডিপি-কে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার ঃ মেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ২৬ মার্চ (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। মুফতির দাবি, পিডিপি সদস্যের হুমকি দিয়ে পিডিপি-কে ভেঙে দিতে চাইছে সরকার। এক দিন আগেই অর্থ তছরুপ মামলায় শ্রীনগরের অফিসে মেহবুবাকে ৫ ঘন্টা ধরে জেরা করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরবর্তী দিনই টুইট করে মেহবুবা লিখেছেন, ’সদস্যদের হুমকি ও ভয় দেখিয়ে পিডিপি-কে ভেঙে দিতে চাইছে সরকার। আমাকে ভয় দেখানোর জন্য ইডি-র মতো তদন্তকারী সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মেহবুবা আরও লিখেছেন, ’ আমাকে পাসপোর্টের সাধারণ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এসব কী রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়?’ মেহবুবা ক্ষোভের সঙ্গে জানান, মতের বিরোধিতা করা এই দেশে অপরাধ হয়ে উঠেছে। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্য ইডি, সিবিআই, এনআইএ-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশ সংবিধানের মতো চলছে না, বরং একটি রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা অনুযায়ী চলছে।

মায়ানমারে সেনা বিরোধী আন্দোলনে ফের মৃত চার

ইয়াঙ্গন, ২৬ মার্চ (হি. স.) ।। সেনা বিরোধী আন্দোলনে ফের রণক্ষেত্র রূপ নিল মায়ানমার। শক্রবার ফের বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে সেনার বিরুদ্ধে। সেই ঘটনাতেই মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মঙ্গলবার মান্দালয়ে সেনার গুলিতে মৃত্যু হয়েছিল সাত বছরের শিশুর। তার পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছিল সমগ্র দেশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ মৌনী মিছিল করতে পথে নেমেছিল কয়েক হাজার মানুষ।

১ ফেব্রুয়ারির দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্র ফেরানোর দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন কয়েক হাজার মানুষ। দেশের বিভিন্ন শহরে রাস্তায় ভিড় করে প্রতিবাদ দেখাচ্ছেন নাগরিকেরা। পালটা জবাব দিচ্ছে পুলিশ ও সেনাও। তবে গুলি, কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়েও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছেনা আন্দোলনকারীদের।

আজ অসমে প্রথম দফার ভোট নির্ঝঞ্ঝাট রাখতে নিয়োজিত ২.৪১ লক্ষ রাজ্য পুলিশ ও আধাসেনা

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ (হি.স.) : আগামীকাল শনিবার (২৭ মার্চ) ২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন। হাতে আর কয়েক ঘণ্টা। শনিবার সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অবাধ ও নির্ঝঞ্ঝাট রখতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে পুলিশ প্রশাসন। ইতিমধ্যে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ২৬৯ জন রাজ্য পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা ১২টি জেলার ৪৭টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে।

অসম পুলিশের সদর দফতর সূত্রের খবর, সমগ্র রাজ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে ইতিমধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ২৬৯ জন নিরাপত্তারক্ষী। প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন করে সশস্ত্র জওয়ান এবং আরও চারজন করে রাজ্য পুলিশের জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। ২৭ মার্চ প্রথম দফা নির্বাচনের আগের দিন দ্বিতীয় দফায় অনুষ্ঠেয় অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলা হয়েছে। পঞ্চদশ অসম বিধানসভার নির্বাচনকে সুচারুরূপে এবং শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে প্রস্তুত অসম পুলিশ।

এদিকে রাজ্যের যুগ্ম নির্বাচন আধিকারিক রাহুলচন্দ্র দাস জানান, প্রথম দফায় ১২টি জেলার ৪৭টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ৮১,০৯,৮১৫ জন ভোটার মোট ২৬৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করবেন। তিনি জানান, ভোটারদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৩৩,৫৩০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। জানান, নির্বাচনে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করেছে অসম পুলিশ। ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে সোশাল মিডিয়ার উপরও পুলিশ তীক্ষ্ণ নজর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মরণসভায় ১৯৭১-এর বাঙ্গালী হিন্দু গণহত্যার পঞ্চাশ বছর

কলকাতা, ২৬ মার্চ (হি স): ১৯৭১এর বাঙ্গালী হিন্দু গণহত্যা অর্ধ শতবার্ষিকী স্মরণসভা শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল কলকাতা প্রেসক্লাবে। এর আয়োজক ছিল ‘পশ্চিমবঙ্গের জন্য’। ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়, অধ্যাপক ও সমাজকর্মী মোহিত রায়, বাংলাদেশের উদ্বাস্তু সম্পর্কে প্রকাশিত বইয়ের লেখক খগেন্দ্রনাথ মন্ডল।

আলোচকরা এ দিন বলেন, নীতিগতভাবে, ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কোনো স্থান ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে দেশভাগের সময়ই সেখানকার হিন্দু ও শিখদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে, চল্লিশের ও পঞ্চাশের দশকে হিন্দুদের উপর উপুর্যপুরী নিপীড়ণ ও গণহত্যা সত্ত্বেও, ষাটের দশকের শুরুতে দেখা গেল সেখানকার জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশই বাঙ্গালী হিন্দু। এবং এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে বেশী।

বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষার স্বীকৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন বা ছ”দফা দাবীর মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানস্থিত শাসকগোষ্ঠীর কাছে দুইই ছিল পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নিশ্চিত ছিলেন যে, এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা ছিল বাঙ্গালী হিন্দুদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল জয়ের মাধ্যমে সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে পরে, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এই দুশ্চিন্তা বহু গুণে বেড়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদের এই সমস্যা বরাবরের মত সমাধান করার উদ্দেশ্যে নিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ একটি ”ফাইনাল সলিউশন”-এর নীল নকশা প্রস্তুত করেন। ঠিক হয় তিরিশ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দুকে হত্যা করা হবে আর বাকিদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্মূল করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের আবহে এই ফাইনাল সলিউশনকে বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী।

পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে, ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় পাক সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা করে। পূর্ব পাকিস্তানের সেনা রেজিমেন্ট, সীমান্তরক্ষী, আধাসামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীকে ধ্বংস করা হয় ও বাঙ্গালী হিন্দুদের গণহত্যা শুরু হয়। প্রথমেই আক্রান্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রাবাস জগন্নাথ হল এবং তারপর বাঙ্গালী হিন্দু অধ্যুষিত শাঁখারীবাজার, তাঁতীবাজার ইত্যাদি। ২৭শে মার্চ ভোররাতে ধ্বংস করা হয় পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দু সভ্যতার প্রতীক রমনার কালী মন্দির। ঢাকায় প্রথম সপ্তাহের ধ্বংসযজ্ঞেই খুন হন আনুমানিক এক লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু।

পূর্ব পাকিস্তান পাক সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসতে লাগে প্রায় দু”মাস। ততদিনে চুকনগর, জাঠিভাঙ্গা, ডাকরা, কেতনার বিল, ঢাপঢুপ বিলের মত নৃশংস গণহত্যাকাণ্ডে মারা গেছেন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু। এরপর পাক সেনাবাহিনী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩.০৩-লক্ষাধিক মৃত্যু, ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমণ ঊর্ধমুখীই

রিও ডি জেনেইরো, ২৬ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ৬৩৯ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৭,৫৮৬ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ০৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ৬৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ০৩ হাজার ৭২৬-তে পৌঁছেছে। করোনা- সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৯৭,৫৮৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে যা বিরাট সংখ্যা।

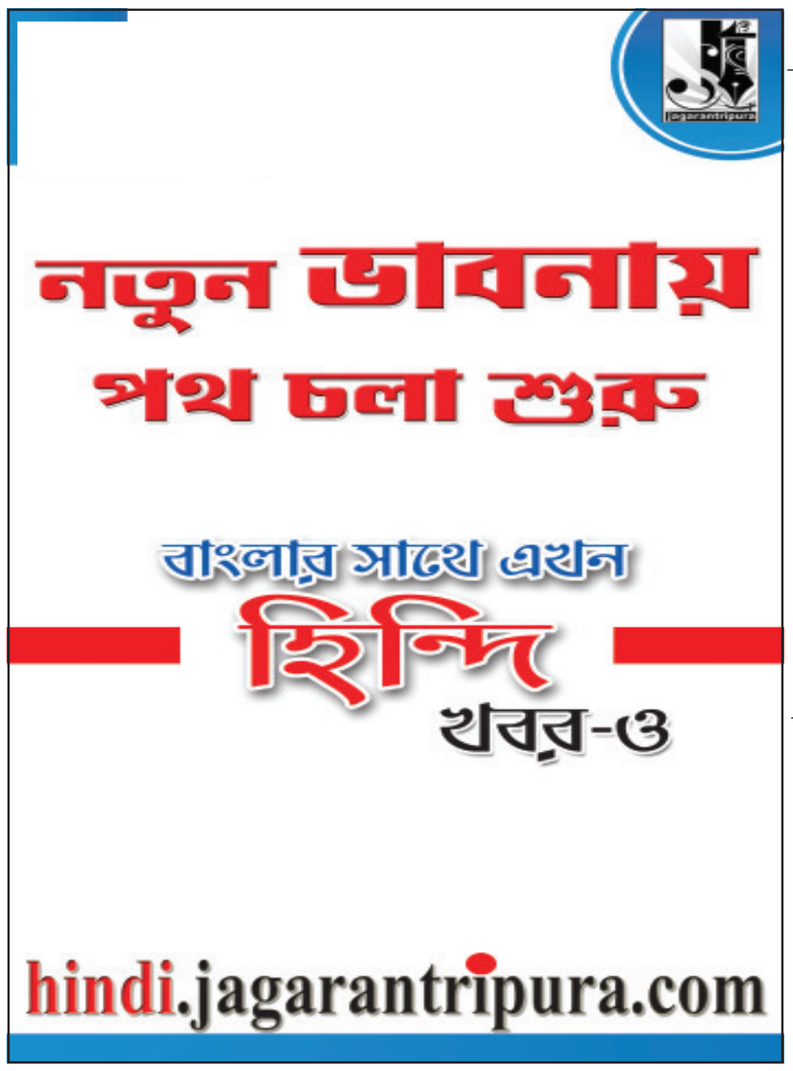

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।